



# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন  
প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ২৭/২০২৩



# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন  
প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ২৭/২০২৩

## সূচিপত্র

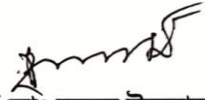
| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ                               | পৃষ্ঠা নম্বর |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| প্রথম অংশ    |                                     |              |
| ০১           | মুখবন্ধ                             | vii          |
| অধ্যায়-০১   |                                     |              |
| ০২           | অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি      | ০৩-০৫        |
| ০৩           | নির্বাহী সারসংক্ষেপ                 | ০৭           |
| ০৪           | শব্দ সংক্ষেপ                        | ০৯           |
| অধ্যায়-০২   |                                     |              |
| ০৫           | অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ      | ১৩           |
| ০৬           | অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ | ১৫-৪৫        |
| দ্বিতীয় অংশ |                                     |              |
| ০৭           | পরিশিষ্টসমূহ                        | ৪৯-৬০        |

## প্রথম অংশ

## মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাবের ওপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৫টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ২০/০৭/১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
২৬/৮/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

  
(মোঃ নূরুল ইসলাম)  
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

## ଅଧ୍ୟାୟ-୧

## অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

### রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাবের ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সম্পাদনপূর্বক রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

### অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

#### প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশের, ১৯৭৬ সনের ২৫ নম্বর সংশোধনী বলে ৩টি কর্পোরেশন যথা-বাংলাদেশ সার, রসায়ন ও ভেজ শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কাগজ ও বোর্ড কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যানারিজ কর্পোরেশন একীভূত করে ১ জুলাই, ১৯৭৬ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার চেয়ারম্যান এবং বোর্ড অব ডিরেক্টর্স এর পরিচালকবৃন্দ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। প্রধান নির্বাহী হিসাবে চেয়ারম্যানকে সংস্থাটি পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সূচ্য কার্য সম্পাদনকল্পে সংস্থার পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে চেয়ারম্যান সংস্থার পরিচালকমন্ডলী, সচিব, বিভাগীয় প্রধান ও কারখানা প্রধানদেরকে ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন। যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ সংস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করে থাকেন। কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান ও ৫ জন পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড অব ডিরেক্টর্স এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রতিটি কারখানার জন্য রয়েছে আলাদা এন্টারপ্রাইজ বোর্ড/কোম্পানি বোর্ড। প্রতিটি এন্টারপ্রাইজ বোর্ড শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি বোর্ডের পরিচালক হিসাবে নিয়োজিত আছেন। সংশ্লিষ্ট কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ নিজ নিজ এন্টারপ্রাইজ বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও তদারকির মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ৮৮টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে সংস্থার যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীকালে ৬টি নতুন কারখানা সংস্থা কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং ৩টি কারখানা অন্য সংস্থা হতে বিসিআইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীনে ন্যস্ত হয়। সরকার বিরোধীয়করণ নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে মোট ৯৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬৫টি প্রতিষ্ঠান হতে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়। ৭টি কারখানা প্রাক্তন মালিকের নিকট এবং ৭টি প্রতিষ্ঠান মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ৫টি প্রতিষ্ঠান সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে বন্ধ করে জনবল পে-অফ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিসিআইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আরো ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

সার, সিমেন্ট, কাগজ, গ্লাসশিট, হার্ডবোর্ড, স্যানিটারিওয়ার ও ইস্যুলেটর প্রভৃতি পণ্য সামগ্রী বিসিআইসি উৎপাদন করে যাচ্ছে। বিসিআইসি এর উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ৮০% রাসায়নিক সার এর মধ্যে ৭০% ইউরিয়া সার ও ১০% অন্যান্য সার। উল্লেখ্য, ১৯৯৬-১৯৯৭ সাল থেকে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারা দেশে কৃষকদের মাঝে সার বিতরণের মত স্পর্শকাতর বিষয়টি বিসিআইসি এর ওপর ন্যস্ত হয়।

#### প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

ক. বিসিআইসি এর পরিচালনা পর্ষদ নিম্নোক্তভাবে গঠিত :

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ             |
|--------------|-------------------|
| ১।           | চেয়ারম্যান-০১জন। |
| ২।           | পরিচালক-০৫জন।     |

খ. প্রতিষ্ঠানের জনবলের সারসংক্ষেপ :

| ক্রমিক<br>নম্বর | প্রতিষ্ঠানের নাম                                              | অনুমোদিত পদ | কর্মরত জনবল | শূন্যপদ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| ১.              | প্রধান কার্যালয়, বিসিআইসি                                    | ৮৩৯         | ৬৫৩         | ১৮৬     |
| ২.              | বাংলাদেশ ইনস্যুরেটর এন্ড স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি<br>লিমিটেড | ৭১৯         | ২২৬         | ৪৯৩     |
| ৩.              | যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড                           | ১০৫১        | ১০৩৩        | ১৮      |
| ৪.              | আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি<br>লিমিটেড       | ১১৭৫        | ৯৬৪         | ২১১     |
| ৫.              | শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড                        | ৮৬৫         | ৬৮৯         | ১৭৬     |
| ৬.              | ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড                                 | ১০১৪        | ৪১২         | ৬০২     |
| ৭.              | চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড                 | ১০৫৯        | ৭৭২         | ২৮৭     |
| ৮.              | ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড                           | ৮১৬         | ৩৬৬         | ৪৫০     |
| ৯.              | টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেড                                      | ৮৫০         | ৬৪৮         | ২০২     |
| ১০.             | কর্ণফুলি পেপার মিলস্ লিমিটেড                                  | ৩৯২         | ৪৮৯         | (-)৯৭   |
| মোট             |                                                               | ৮,৭৮০       | ৬,২৫২       | ২,৬২৫   |

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :

- ইএমপি, আইইই ও ইএমএস টুল ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ শিল্পোন্নয়ন;
- উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে দেশে ইউরিয়া সারের পর্যাপ্ত মজুদ সুনিশ্চিতকরণ;
- যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরিকরণ;
- নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন এবং সংস্থার বিদ্যমান পুরাতন কলকারখানাসমূহে বিএমআরই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন বিএমআর, বিএমআরই প্রকল্প গ্রহণ করে তা সরকারি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করা;
- একনেক কর্তৃক অনুমোদিত নতুন প্রকল্প স্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা। আহ্বানকৃত দরপত্রসমূহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে প্রকল্প চুক্তি সম্পাদন করার জন্য তা চূড়ান্ত করা;
- সরকারি, বেসরকারি এবং যৌথ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- কৃষক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে ইউরিয়া সার বিতরণ করা।

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪-এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

#### অডিটের পরিধি :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের (প্রকল্পসহ) ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত নিরীক্ষায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অডিটের পরিধি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে :

- ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট;
- প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের বিবরণী;
- নগদ প্রবাহ বিবরণী;
- সম্পদ ও দায়-দেনার বিবরণী;
- বার্ষিক আর্থিক বিবরণী;
- বার্ষিক প্রতিবেদন।

#### অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

##### অডিটের বিষয়বস্তু :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের (প্রকল্পসহ) ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট।

##### অডিট কৌশল :

উপর্যুক্ত বিষয়ে সরকারি আইন-কানুন ও নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কি-না এবং প্রযোজ্য বিধি-বিধান পরিপালন করা হচ্ছে কি-না তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ।

##### অডিট সময়কাল :

- ০৮-০২-২০২২ খ্রি. হতে ২১-০৪-২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত।

## নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের (প্রকল্পসহ) ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাবের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক এই অডিট সম্পাদন করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধিবিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধিবিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৫টি অডিট অনুচ্ছেদ রয়েছে এবং এতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৫৫৫,২৯,৭০,৮০৪ (পাঁচশত পঞ্চাশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার আটশত চার) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ :

- পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক সার গুদামে সরবরাহ না করে আত্মসাৎ;
- চুক্তি শর্ত মোতাবেক অগ্রিম অর্থ জমা প্রদান ব্যতীত বিভিন্ন ডিলারকে সার সরবরাহ করা;
- স্টক রেজিস্টারে বর্ণিত মজুদের চেয়ে বাস্তব যাচাইয়ে সার কম থাকা;
- নিয়ম বহির্ভূতভাবে বাফার গুদামের ইউরিয়া সার পরিবহন ঠিকাদারকে প্রদান করা;
- প্রাধিকার ব্যতীত মন্ত্রণালয়ে জিপ গাড়ি প্রদান এবং জ্বালানি, মেরামত ও চালকের বেতন ভাতা প্রদান;
- ক্রয় ও মেরামত করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি দরে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা;
- ২০ বছর পূর্বে বন্ধ কারখানায় কাজ ব্যতীত নিয়মিত শ্রমিক এবং ক্যাজুয়াল লেবারের মজুরি বিল প্রদান করা;
- বিধি লঙ্ঘন করে অগ্রিম বেতন হিসাবে প্রদানকৃত অর্থ অসমন্বিত;
- আর্থিক বিবরণীতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দায় সৃষ্টি করা;
- বকেয়া ভাড়া আদায় না করা;
- প্রাপ্যতা ব্যতীত ইনসেনটিভ বোনাস পরিশোধ এবং অনিয়মিতভাবে অগ্রিম বেতন হিসাবে সমন্বয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

## শব্দ সংক্ষেপ

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| এএফসিসিএল | আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড     |
| এসএফসিএল  | শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড                   |
| বিসিআইসি  | বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন                |
| বিআইএসএফ  | বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি লিমিটেড |
| সিইউএফএল  | চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড                     |
| AIR       | Audit Inspection Report                                  |
| CCC       | Chattogram Chemical Complex                              |
| CID       | Criminal Investigation Department                        |
| DPM       | Direct Procurement Method                                |
| DPDC      | Dhaka Power Distribution Company                         |
| ECNEC     | The Executive Committee of the National Economic Council |
| জেএফসিএল  | যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড                      |
| GFR       | General Financial Rules                                  |
| LC        | Letter of Credit                                         |
| MRR       | Material Receiving Report                                |
| SFI       | Serious Financial Irregularities                         |
| TO&E      | Table of Organization & Equipment                        |

## ଅଧ୍ୟାୟ-୨

## অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

| অনুচ্ছেদ<br>নম্বর | শিরোনাম                                                                                                                                                                         | জড়িত টাকা    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ১                 | ২                                                                                                                                                                               | ৩             |
| ০১                | পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক সার গুদামে সরবরাহ না করে আত্মসাৎ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি                                                                                               | ২৭১,৪৫,২৮,০০০ |
| ০২                | পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক বিলম্বে সার সরবরাহ করা সত্ত্বেও চুক্তি মোতাবেক জরিমানা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি                                                                        | ২,৩৬,৬৯,১৭০   |
| ০৩                | চুক্তি শর্ত মোতাবেক অগ্রিম অর্থ জমা প্রদান ব্যতীত বিভিন্ন ডিলারকে সার সরবরাহ করায় আর্থিক ক্ষতি                                                                                 | ৭৭,৮৯,৫০৯     |
| ০৪                | বাফার গুদামে ২৩৮৭.৫০ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আত্মসাৎ হওয়ায় ক্ষতি                                                                                                               | ৯,৭৮,৮৭,৫০০   |
| ০৫                | যমুনা সার কারখানার গুদামের স্টক রেজিস্টারে বর্ণিত মজুদের চেয়ে বাস্তব যাচাইয়ে ১৯,১৩৩.১৩ মেট্রিক টন সার কম থাকায় ক্ষতি                                                         | ১৮৩,৬৭,৮০,৪৮০ |
| ০৬                | নিয়ম বহির্ভূতভাবে বাফার গুদামের ১০৬২.৭৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ২ (দুই) জন পরিবহন ঠিকাদারকে প্রদান করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি                                                   | ৪,৩৫,৭২,৭৫০   |
| ০৭                | প্রতিষ্ঠানের Table of Organization & Equipment (TO&E) অনুযায়ী প্রাধিকার ব্যতীত মন্ত্রণালয়ে জিপ গাড়ি প্রদান এবং জ্বালানী, মেরামত ও চালকের বেতন ভাতা প্রদান করায় আর্থিক অপচয় | ৩০,১৯,৬২৯     |
| ০৮                | বিভিন্ন গুদামে ৩৯৬৮.২০ মেট্রিক টন সার বাস্তব গণনায় কম হওয়ায় সংস্থার ক্ষতি                                                                                                    | ৩৮,০৯,৪৭,২০০  |
| ০৯                | Rectifying Column ক্রয় ও মেরামত করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি দরে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করায় ক্ষতি                                                                            | ১০,৬৪,৯৫,০০০  |
| ১০                | কারখানা ২০ বছর পূর্বে বন্ধ করা হলেও কাজ ব্যতীত কারখানায় নিয়মিত শ্রমিক এবং ক্যাজুয়াল লেবারের মজুরি বিল প্রদান করায় সংস্থা তথা সরকারের ক্ষতি                                  | ৫,২১,১৮,৯০৬   |
| ১১                | বিধি লঙ্ঘন করে অগ্রিম বেতন হিসাবে প্রদানকৃত অর্থ অসমন্বিত                                                                                                                       | ৮,৪৯,৯৭,২২৭   |
| ১২                | আর্থিক বিবরণীতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দায় সৃষ্টি করায় প্রতিষ্ঠানের দায় বৃদ্ধি                                                                                                | ১২,৮৯,৮৪,৪৮০  |
| ১৩                | বকেয়া ভাড়া আদায়ে ব্যর্থতায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি                                                                                                                        | ২,৫৮,৮৯,২৫৬   |
| ১৪                | প্রাধিকার বহির্ভূত গাড়ি ব্যবহার করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি                                                                                                                | ৪১,৯৯,৩৬২     |
| ১৫                | প্রাপ্যতা ব্যতীত ইনসেন্টিভ বোনাস পরিশোধ এবং অনিয়মিতভাবে অগ্রিম বেতন হিসাবে সমন্বয়                                                                                             | ৪,২০,৯২,৩৩৫   |
| মোট               |                                                                                                                                                                                 | ৫৫৫,২৯,৭০,৮০৪ |

কথায় : পাঁচশত পঞ্চাশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার আটশত চার টাকা মাত্র।

## অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ০১

শিরোনাম : পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক সার গুদামে সরবরাহ না করে আত্মসাৎ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২৭১,৪৫,২৮,০০০ (দুইশত একাত্তর কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আটশ হাজার) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক সার গুদামে সরবরাহ না করে আত্মসাৎ করায় সরকারের ২৭১,৪৫,২৮,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিসিআইসি বিপণন শাখার সার পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তি, লেজার, গুদাম কর্তৃক সার গ্রহণ তথ্য, বিপণন শাখা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পাইপলাইনে থাকা সাপ্তাহিক সারের বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সার পরিবহন করার জন্য পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক বিভিন্ন গুদামের জন্য বরাদ্দকৃত সার চট্টগ্রাম/মোংলা বন্দর হতে পরিবহন করা হয়। বিপণন শাখা কর্তৃক পাইপলাইনে থাকা সারের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

পাইপলাইনে থাকা সারের ১৩-০২-২০২২ খ্রি. তারিখের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানি কর্তৃক ২০১৯-২০২০ সালের ৪,৪৮২ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার চুক্তি মোতাবেক গুদামে সরবরাহ করা হয়নি। উক্ত সার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মধ্যেও বরাদ্দকৃত গুদামে সরবরাহ করা হয়নি। ফলে পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানি কর্তৃক ২০১৯-২০২০ সালে গ্রহীত ৪,৪৮২ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আত্মসাৎ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২০২১ সালের ৬১,৭২৬ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার অদ্যাবধি (১৩-০২-২০২২ খ্রি.) বরাদ্দকৃত গুদামে সরবরাহ না করে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

সার পরিবহন চুক্তির ক্লজ নং-৪(এ) মোতাবেক পরিবহন ঠিকাদার পুরো কার্গো খালাসের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বার্জ/কোন্সটার মোতায়ন করবে এবং ৫০ দিনের মধ্যে ব্যাগযুক্ত সার বরাদ্দকৃত গোডাউন/ফ্যাঙ্করিটে পৌঁছে দেবে। কিন্তু পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানি কর্তৃক ২০১৯-২০২০ সালে ৪,৪৮২ মেট্রিক টন সার আত্মসাৎ করা সত্ত্বেও ২০২০-২০২১ সালে সার পরিবহন ঠিকাদার হিসেবে পুনরায় নিয়োজিত করায় প্রমাণিত হয়েছে বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানিকে সার আত্মসাৎ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। ২০১৯-২০২০ সালের ৪,৪৮২ মেট্রিক টন সার চুক্তি মোতাবেক গুদামে সরবরাহ না করা সত্ত্বেও এই ঠিকাদারকে পরিবহন বিল বাবদ চেক ভাউচার নং-১১৬৬; তারিখ : ২৮/০৬/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে ৪৪,৩৭,৩২৬ টাকা এবং চেক ভাউচার নং-১২০০; তারিখ : ৩০/০৬/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে ৭৮,৩০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পরিবহন ঠিকাদার ও বিসিআইসি এর কতিপয় কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক পরস্পর যোগসাজসে উক্ত (৪৪৮২+৬১৭২৬)=৬৬,২০৮ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আত্মসাৎ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সার পরিবহন চুক্তির ক্লজ নং-৪(সি) মোতাবেক পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক বন্দর হতে সার গ্রহণ করার পর ৫০ দিনের মধ্যে বরাদ্দকৃত গুদামে সরবরাহ করবে। তবে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭১ দিনের মধ্যে বরাদ্দকৃত গুদামে সার সরবরাহ করতে হবে। ২০১৯-২০২০ সালের ৪,৪৮২ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ১৩-০২-২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গুদামে সরবরাহ করা হয়নি, ইতোমধ্যে ২০ মাস অতিবাহিত হয়েছে। ২০২০-২০২১ সালের ৬১,৭২৬ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ১৩-০২-২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়নি এক্ষেত্রেও ০৮ মাস অতিবাহিত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সার ঠিকাদার কর্তৃক আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিসিআইসি কর্তৃক প্রতি মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ৪১,০০০ টাকা দরে আমদানি (সারের হিসাব বিবরণী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব মোতাবেক) করা হয়েছে এই হিসাবে আত্মসাতকৃত উক্ত ৬৬,২০৮ মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের মূল্য  $৬৬,২০৮ \times ৪১০০০ = ২৭১,৪৫,২৮,০০০$  টাকা।

#### অনিয়মের কারণ :

সার পরিবহন চুক্তির ক্লজ নং-৪(এ) অনুযায়ী পরিবহন ঠিকাদার পুরো কার্গো খালাসের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বার্জ/কোস্টার মোতায়েন করবে এবং ৫০ দিনের মধ্যে ব্যাগযুক্ত সার বরাদ্দকৃত গোডাউন/ফ্যাঙ্কটরিতে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত শর্তের ব্যত্যয় হয়েছে।

#### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানি কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ৪,৪৮২ মেট্রিক টন এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৬১,৭২৬ মেট্রিক টন সার গুদামে সরবরাহ করেনি। অসরবরাহকৃত সার সরবরাহ করার জন্য মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানিকে অব্যাহত তাগিদ দেওয়ার পরও সার সরবরাহ না করায় ২৩-১২-২০২১ খ্রি. তারিখে মতিঝিল থানায় মামলা করা হয়েছে এফআইআর নং-৪১ এবং বর্তমানে মামলাটি চলমান আছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে স্পটে যে জবাব প্রদান করা হয়েছিল সেই একই জবাব প্রদান করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে যে, কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হবে।

#### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানি কর্তৃক ২০১৯-২০২০ সালের ৪,৪৮২ মেট্রিক টন সার আত্মসাৎ করা সত্ত্বেও ২০২০-২০২১ সালে সার পরিবহন ঠিকাদার হিসাবে পুনরায় নিয়োজিত করা হয়েছে। পরিবহন বিল বাবদ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানিকে সার আত্মসাৎ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। বিসিআইসি এর যে সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক মেসার্স নবাব এন্ড কোম্পানিকে সার আত্মসাৎ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে মামলা করা হয়েছে।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

#### নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ বর্তমান আমদানি মূল্যে জরিমানাসহ আত্মসাতকৃত সারের মূল্য আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ০২

শিরোনাম : পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক বিলম্বে সার সরবরাহ করা সত্ত্বেও চুক্তি মোতাবেক জরিমানা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি ২,৩৬,৬৯,১৭০ (দুই কোটি ছত্রিশ লক্ষ ঊনসত্তর হাজার একশত সত্তর) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক বিলম্বে সার সরবরাহ করা সত্ত্বেও চুক্তি মোতাবেক জরিমানা আদায় না করায় ২,৩৬,৬৯,১৭০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিসিআইসি বিপণন শাখার সার পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তি, লেজার, গুদাম কর্তৃক সার গ্রহণ তথ্য, প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সার পরিবহনের জন্য নিয়োগকৃত ঠিকাদার কর্তৃক বিভিন্ন গুদামের জন্য বরাদ্দকৃত সার চটগ্রাম/মোংলা বন্দর হতে পরিবহন করা হয়। বিপণন শাখা কর্তৃক পাইপলাইনে থাকা সারের ১৩-০২-২০২২ খ্রি. তারিখের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স পোটন ড্রেডার্স কর্তৃক ২০২০-২০২১ সালের ১৩,২২৩ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার বরাদ্দকৃত গুদামে সরবরাহ করা হয়নি। ১৩-০২-২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত উক্ত পরিমাণ সার বরাদ্দকৃত গুদামে সরবরাহ করা হয়নি অর্থাৎ ১৩-০২-২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ইতোমধ্যে ৮ মাস বা ২৪০ দিন অতিবাহিত হয়েছে।

সার পরিবহন চুক্তির ক্লজ নং-৪(সি) মোতাবেক পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক বন্দর হতে সার গ্রহণ করার পর ৪০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত গুদামে সরবরাহ করতে হবে। তবে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৬১ দিনের মধ্যে সরবরাহ করা যাবে। ৬১ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রতি মেট্রিক টনের জন্য প্রতিদিন ১০ টাকা হারে জরিমানা আদায়যোগ্য হবে। এক্ষেত্রে, ১৩-০২-২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২৪০ দিন বিলম্ব হওয়ায়  $(২৪০-৬১) = ১৭৯$  দিনের জন্য  $১৭৯ \times ১৩,২২৩ \times ১০ = ২,৩৬,৬৯,১৭০$  টাকা জরিমানা আদায়যোগ্য হলেও জরিমানা আরোপ করা হয়নি।

### অনিয়মের কারণ :

সার পরিবহন চুক্তির ক্লজ নং-৪(সি) মোতাবেক পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক বন্দর হতে সার গ্রহণ করার পর ৪০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত গুদামে সরবরাহ করতে হবে। তবে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৬১ দিনের মধ্যে সরবরাহ করা যাবে। ৬১ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রতি মেট্রিক টনের জন্য প্রতিদিন ১০ টাকা হারে জরিমানা আদায়যোগ্য হবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে জরিমানা আদায় না করায় উক্ত নিয়মের ব্যত্যয় হয়েছে।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স পোটন ড্রেডার্স কর্তৃক অবশিষ্ট ১৩,২২৩ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ১৬-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে বরাদ্দকৃত গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স পোটন ড্রেডার্স কর্তৃক অবশিষ্ট ১৩,২২৩ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ১৫-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে বরাদ্দকৃত গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এলডি কর্তন ব্যতীত বিল পরিশোধের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। চুক্তির শর্ত ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিল পরিশোধ করা হবে।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। জবাব অনুযায়ী উক্ত ১৩,২২৩ মেট্রিক টন সার ১৫-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে বরাদ্দকৃত গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ ঠিকাদার কর্তৃক বন্দর হতে সার গ্রহণ করার দীর্ঘ দিন পর গৃহীত সার সংশ্লিষ্ট গুদামে

সরবরাহ করা হয়েছে। কাজেই চুক্তির শর্ত মোতাবেক জরিমানা আদায়যোগ্য হলেও তা করা হয়নি। এক্ষেত্রে, ১৩-০২-২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২৪০ দিন বিলম্ব হওয়াতে  $(২৪০-৬১) = ১৭৯$  দিনের জন্য  $১৭৯ \times ১৩,২২৩ \times ১০ = ২,৩৬,৬৯,১৭০$  টাকা জরিমানা আদায়যোগ্য হয়েছে।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

#### নিরীক্ষার সুপারিশ :

চুক্তির শর্ত মোতাবেক জরিমানা আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৩

শিরোনাম : চুক্তি শর্ত মোতাবেক অগ্রীম অর্থ জমা প্রদান ব্যতীত বিভিন্ন ডিলারকে সার সরবরাহ করায় আর্থিক ক্ষতি ৭৭,৮৯,৫০৯ (সাতাত্তর লক্ষ ঊনব্বই হাজার পাঁচশত নয়) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থাপক, বগুড়া বাফার গুদাম কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চুক্তি শর্ত মোতাবেক অগ্রীম অর্থ জমা প্রদান ব্যতীত বিভিন্ন ডিলারকে সার সরবরাহ করায় ৭৭,৮৯,৫০৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিসিআইসি এর প্রশাসন-৩ শাখার নথিপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন এবং অফিস আদেশ নং-৩৬.০১.০২৭.০১.০২.০১২৮. ২০১৯/৩৩১-৩৩২; তারিখ: ১১-১১-২০২১ খ্রি. এর মর্মানুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বগুড়া বাফার গুদাম হতে বিভিন্ন ডিলারকে সার সরবরাহ করার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সারের জন্য টাকা জমা দেওয়া আছে, তা অপেক্ষা অতিরিক্ত ২৩৯ মেট্রিক টন সার বিভিন্ন ডিলারকে প্রদান করা হয়েছে, যার তৎকালীন আমদানি মূল্য  $২৩৯ \times ৩২,৫৯২.০৯ = ৭৭,৮৯,৫০৯$  টাকা। ফলে, উক্ত ৭৭,৮৯,৫০৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে। সার বিক্রয়ের ডিলার নিয়োগের চুক্তিনামা এর শর্ত নং-৮ মোতাবেক “বরাদ্দকৃত সারের মূল্য দ্বিতীয় পক্ষ কখন প্রথম পক্ষের নিকট ডিমান্ড ড্রাফটের/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিবেন, তা বরাদ্দপত্রে উল্লেখ থাকিবে”। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে কোনো বরাদ্দপত্র পাওয়া যায়নি।

অতএব, উক্ত পরিমাণ সার আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিসিআইসি কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৮৮ এর বিধি ৩৮(চ) মোতাবেক কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোনো কর্মচারী চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন তাহলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর ওপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করতে পারবেন। উক্ত প্রবিধানমালার বিধি ৩৯(আ) এবং ৩৯(ঈ) অনুযায়ী কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ তার বেতন বা অন্য কোনো খাতের পাওনা হতে আদায়সহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে চুক্তি শর্ত মোতাবেক অগ্রীম অর্থ জমা প্রদান ব্যতীত বিভিন্ন ডিলারকে সার সরবরাহ এবং বিসিআইসি কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৮৮ লঙ্ঘন করা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

### অনিয়মের কারণ :

- বিসিআইসি কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৮৮ এর বিধি ৩৮(চ) মোতাবেক কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোনো কর্মচারী চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন তাহলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর ওপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করতে পারবেন এবং ৩৯(আ) এবং ৩৯(ঈ) অনুযায়ী কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ তার বেতন বা অন্য কোনো খাতের পাওনা হতে আদায়সহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিধান রয়েছে।
- সার বিক্রয়ের ডিলার নিয়োগের চুক্তিনামা এর শর্ত নম্বর ৮ অনুযায়ী বরাদ্দকৃত সারের মূল্য দ্বিতীয় পক্ষ কখন প্রথম পক্ষের নিকট ডিমান্ড ড্রাফটের/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিবেন, তা বরাদ্দপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম পরিপালন করা হয়নি।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

তৎকালীন সময়ে বগুড়া গুদামে কর্মরত জনাব নাজমুল ইসলাম ভূইয়া, কারিগরি কর্মকর্তা এবং জনাব আনোয়ার হোসেন ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এর দায়িত্বে অবহেলা, অসচেতনতা, অদক্ষতা ও ব্যক্তিগত লোভ-লালসার কারণে টাকা জমা ব্যতীত সার সরবরাহের ঘটনা ঘটেছে। উক্ত ২৩৯ মেট্রিক টন সারের আমদানি মূল্য প্রতি মেট্রিক টন ৩২,৫৯২.০৯ টাকা হিসাবে ৭৭,৮৯,৫০৯ টাকা কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত পাওনা হতে আদায়ের আদেশ জারি করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে স্পটে যে জবাব প্রদান করা হয়েছিল সেই একই জবাব প্রদান করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য :**

জবাব স্বীকৃতিমূলক। আত্মসাতকৃত ক্ষতির টাকা এখনও আদায় করা হয়নি এবং দোষী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিসিআইসি কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৮৮ এর বিধি ৩৮(চ) ৩৯(আ) এবং ৩৯(ঈ) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিসিআইসি কর্তৃক চলতি বছরে আমদানিকৃত রেটে আত্মসাতকৃত সারের মূল্য আদায়যোগ্য।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ :**

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিসিআইসি কর্তৃক চলতি বছরের আমদানিকৃত রেটে আত্মসাতকৃত সারের মূল্য আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৪

শিরোনাম : বাফার গুদামে ২৩৮৭.৫০ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আত্মসাৎ হওয়ায় ক্ষতি ৯,৭৮,৮৭,৫০০ (নয় কোটি আটাত্তর লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশত) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাফার গুদামে ২৩৮৭.৫০ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আত্মসাৎ হওয়ায় ৯,৭৮,৮৭,৫০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিসিআইসি এর সাধারণ প্রশাসন উপবিভাগ এর নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্মারক নং-৩৬.০১০০.১১৬.২৭৭.২০.১৪; তারিখ : ১৮-০৭-২০২০ খ্রি. মোতাবেক ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পটুয়াখালী বাফার গুদামে মেসার্স সাউথ ডেল্টা শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিমিটেড কর্তৃক ২৪৫০ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার সরবরাহ করা হয়। কিন্তু, পটুয়াখালী বাফার গুদামের গুদাম ইনচার্জ জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ কর্তৃক Material Receiving Report (MRR) দেওয়া হয় ৬২.৫০ মেট্রিক টন। অবশিষ্ট (২৪৫০-৬২.৫০)=২৩৮৭.৫০ মেট্রিক টনের জন্য সাদা কাগজ এবং Boat Note এ Received দেখানো হয়। পরবর্তীকালে সাদা কাগজ এবং Boat Note এ Receive করার স্বাক্ষর তাঁর নয় মর্মে সার গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়। কিন্তু সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) কর্তৃক ফরেনসিক ল্যাব টেস্টে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত Receive এর স্বাক্ষর পটুয়াখালী গুদাম ইনচার্জের। ফলশ্রুতিতে, উক্ত ২৩৮৭.৫০ মেট্রিক টন সারের MRR হয়নি এবং গুদামে জমা হয়নি, অর্থাৎ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিসিআইসি কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমদানিকৃত প্রতি মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ৪১,০০০ টাকা দরে (সারের হিসাব বিবরণী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব মোতাবেক) ক্রয় করা হয়েছে। এই হিসাবে আত্মসাতকৃত উক্ত ২৩৮৭.৫০ মেট্রিক টন সারের মূল্য  $২৩৮৭.৫০ \times ৪১,০০০ = ৯,৭৮,৮৭,৫০০$  টাকা।

বিসিআইসি এর স্টোরস কন্ট্রোল ম্যানুয়্যাল এর আর্টিকেল নম্বর ৩৩.২.১ মোতাবেক প্রত্যেক অর্থবছর শেষে বিশেষভাবে জুনের দ্বিতীয়ার্ধে স্টোরস একাউন্টস সেকশন/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী স্টোরে বাস্তবভাবে ইনভেন্টরি করবে এবং ৩৩.২.৭ অনুযায়ী বার্ষিক বাস্তবভাবে ইনভেন্টরি শেষে ভান্ডারের অতিরিক্ত অথবা ঘাটতি অথবা ক্ষতির জন্য আর্থিক কোড বা ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে সমন্বয় করবে। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি ফলে, ৯,৭৮,৮৭,৫০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ :

বিসিআইসি এর স্টোরস কন্ট্রোল ম্যানুয়্যাল এর আর্টিকেল নম্বর ৩৩.২.১ এবং ৩৩.২.৭ মোতাবেক প্রত্যেক অর্থবছর শেষে বিশেষভাবে জুনের দ্বিতীয়ার্ধে স্টোরস একাউন্টস সেকশন/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী স্টোরে বাস্তবভাবে ইনভেন্টরি করবে এবং ইনভেন্টরি শেষে ভান্ডারের অতিরিক্ত অথবা ঘাটতি অথবা ক্ষতির জন্য আর্থিক কোড বা ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত নিয়মের ব্যত্যয় হয়েছে।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বিভাগীয় তদন্ত কমিটি কর্তৃক ২৩৮৭.৫০ মেট্রিক টন সার আত্মসাৎ করার জন্য জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, উপ-ব্যবস্থাপক (ফায়ার এন্ড সেফটি) ও প্রাক্তন ইনচার্জ পটুয়াখালী বাফার গুদাম-কে দায়ী করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা জারি করা হয়েছে। ২৯/৩/২০২২ খ্রি. তারিখে চূড়ান্ত কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। তাঁর নিকট হতে জবাব পাওয়ার পর বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাবে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জানানো হয় যে, পরবর্তীকালে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হবে।

#### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ বিসিআইসি এর স্টোরস কন্ট্রোল ম্যানুয়্যাল এর আর্টিকেল নম্বর ৩৩.২.১ এবং ৩৩.২.৭ মোতাবেক প্রত্যেক অর্থবছর শেষে বিশেষভাবে জুনের দ্বিতীয়ার্ধে স্টোরস একাউন্টস সেকশন/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী স্টোরে বাস্তবভাবে ইনভেন্টরি করবে এবং ইনভেন্টরি শেষে ভান্ডারের অতিরিক্ত অথবা ঘাটতি অথবা ক্ষতির জন্য আর্থিক কোড বা ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত নিয়মটি পরিপালন করা হয়নি বিধায় এই ঘাটতি/ক্ষতি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ঘাটতি/ক্ষতি হওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করা হয়নি।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

#### নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিসিআইসি কর্তৃক চলতি বছরের আমদানিকৃত রেটে আত্মসাতকৃত সারের মূল্য আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৫

শিরোনাম : যমুনা সার কারখানার গুদামের স্টক রেজিস্টারে বর্ণিত মজুদের চেয়ে বাস্তব যাচাইয়ে ১৯,১৩৩.১৩ মেট্রিক টন সার কম থাকায় ক্ষতি ১৮৩,৬৭,৮০,৪৮০ (একশত তিরিশি কোটি সাতষট্টি লক্ষ আশি হাজার চারশত আশি) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (জেএফসিএল), তারাকান্দি, জামালপুর কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে যমুনা সার কারখানার গুদামের স্টক রেজিস্টারে বর্ণিত মজুদের চেয়ে বাস্তব যাচাইয়ে ১৯,১৩৩.১৩ মেট্রিক টন সার কম থাকায় ১৮৩,৬৭,৮০,৪৮০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

জেএফসিএল এর বার্ষিক ইনভেন্টরি প্রতিবেদন, স্টক রেজিস্টার এবং বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের তদন্ত শাখার পত্র নং-৩৬.০১.০২৭.০১.০২.৪৫৪২.২০২১/৩০১-৩০৩; তারিখ : ১৮-১১-২০২১ খ্রি. পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জেএফসিএল এর বার্ষিক ইনভেন্টরি প্রতিবেদন, স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী ২৯-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখে যে পরিমাণ সার রেকর্ডে আছে বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন অনুযায়ী তা অপেক্ষা ১৯,১৩৩.১৩ মেট্রিক টন সার কম রয়েছে।

যমুনা সার কারখানার গুদামে আমদানিকৃত সার, ব্যাগড সার ও লুজ সারের ২৯-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখে ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক স্টক রেজিস্টারের যে পরিমাণ সার ব্যালেন্স আছে তার সাথে বাস্তব যাচাইয়ে প্রাপ্ত ব্যালেন্স মিলিকরণ করা হয়। বাস্তব যাচাইয়ের প্রতিবেদন ও লগবই অনুযায়ী কারখানায় মজুদকৃত সারের পরিমাণ ৯৩,৩৮৩.৪০ মেট্রিক টন দেখানো হলেও বাস্তবে বাক্স গুদাম ও বস্তাবন্দি সারের পরিমাণ রয়েছে ৭৪,২৫০.২৭ মেট্রিক টন। অর্থাৎ জেএফসিএল এর সার বাস্তব গণনায় (৯৩,৩৮৩.৪০-৭৪,২৫০.২৭)=১৯,১৩৩.১৩ মেট্রিক টন সার কম রয়েছে, যার মূল্য প্রতি মেট্রিক টন ৯৬,০০০ টাকা হিসেবে (১৯,১৩৩.১৩×৯৬,০০০)=১৮৩,৬৭,৮০,৪৮০ টাকা। এই কমিটির প্রতিবেদনের পর্যালোচনায় ও মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে এত বিপুল পরিমাণ সার অব্যবস্থাপনাগত ক্ষতি বা ঝড়-বৃষ্টি/কোন দৈব-দুর্বিপাকে ঘটিত হতে পারে না এবং উক্ত পরিমাণ সার আত্মসাৎ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস (জিএফআর) এর বিধি-২৫ অনুযায়ী, "প্রত্যেক সরকারি অফিসার সম্পূর্ণভাবে এবং স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিবেন যে, জালিয়াতি কিংবা তাঁহার নিজ অবহেলার দরুন সরকারের কোন ক্ষতি হইলে তিনি তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন এবং অপর কোন সরকারি অফিসারের জালিয়াতি কিংবা অবহেলার কারণে ক্ষতি হইলে উহার মধ্যে যতটুকু তাঁহার নিজের কার্যক্রম বা অবহেলার দরুন সংঘটিত হইয়াছে তজ্জন্যও তিনি দায়ী হইবেন।" এছাড়া জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস (জিএফআর) এর বিধি-১৬৫ ও ১৬৭(৩) অনুযায়ী, প্রতিবছর ইনভেন্টরি করতে হবে। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে, ইনভেন্টরি না করার কারণে উক্ত ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০১)।

### অনিয়মের কারণ :

জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস (জিএফআর) এর বিধি-২৫ অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারি অফিসার সম্পূর্ণভাবে এবং স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবেন যে, জালিয়াতি কিংবা তাঁর নিজ অবহেলার দরুন সরকারের কোনো ক্ষতি হলে তিনি তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন এবং অপর কোনো সরকারি অফিসারের জালিয়াতি কিংবা অবহেলার কারণে ক্ষতি হলে উহার মধ্যে যতটুকু তাঁর নিজের কার্যক্রম বা অবহেলার দরুন সংঘটিত হয়েছে তার জন্য তিনি দায়ী হবেন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কারখানায় সার সংরক্ষণ করার জন্য ২টি গুদাম রয়েছে যার ধারণ ক্ষমতা ১২০০০ মেট্রিক টন। পূর্ণ মাত্রায় সার উৎপাদন হলে ৭ দিনের উৎপাদিত সার রাখার জায়গা থাকে না। এরপর আবার আমদানিকৃত সার এই কারখানাতে রাখা হয়। ২০-০৫-২০২০ খ্রি. তারিখে সুপার সাইক্লোন আফ্রান হয়। এই সময়ে কারখানাতে আমদানিকৃত সারসহ মোট সার ছিল

৯০,৪২৬ মেট্রিক টন। ফলে, সার গুদামের বাইরে মাঠের মধ্যে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। বৃষ্টির পানি বাইরের সারের খামারে প্রবেশ করার বিষয়টি বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়কে একাধিকবার অবহিত করা হয়েছে। প্রাপ্ত ঘাটতীকৃত সার আত্মসাৎ করা হয়নি গুদামের বাইরে সার রাখাতে প্রকৃতিক দুর্যোগে এই সারের ঘাটতি হয়েছে যা বিসিআইসি কর্তৃক জারিকৃত হ্যান্ডলিং লস সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী সমন্বয়যোগ্য। অভিযোগটি বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় তদন্তাধীন আছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ০৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্পটে যে জবাব প্রদান করা হয়েছিল সেই একই জবাব প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রমাণকসহ পরবর্তীকালে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হবে।

#### **নিরীক্ষা মন্তব্য :**

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারের ব্যালেন্স কম হওয়ার সঙ্গে আফ্রানের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১৯,১৩৩.১৩ মেট্রিক টন সার ঘাটতি হয়েছে এই অযুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। বিসিআইসি'র তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনেই মন্তব্য করা হয়েছে যে, “উক্ত পরিমাণ সার আত্মসাৎ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে”।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ০৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

#### **নিরীক্ষার সুপারিশ :**

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৬

শিরোনাম : নিয়ম বহির্ভূতভাবে বাফার গুদামের ১০৬২.৭৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ২ (দুই) জন পরিবহন ঠিকাদারকে প্রদান করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৪,৩৫,৭২,৭৫০ (চার কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) প্রধান কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন বগুড়া বাফার গুদাম কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বাফার গুদামের ১০৬২.৭৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ২ (দুই) জন পরিবহন ঠিকাদারকে প্রদান করায় সংস্থার ৪,৩৫,৭২,৭৫০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে বগুড়া বাফার গুদামের ইনভেন্টরি প্রতিবেদন, ২৫-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখের দায়িত্বভার হস্তান্তর-গ্রহণ প্রতিবেদন ও বাফার গুদামে সারের ০৬-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বগুড়া বাফার গুদাম এর পত্র নং-জেএফসিএল/বগুড়া বাফার/০১; তারিখ : ২৫-০৬-২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন জনাব মো: আনোয়ার হোসেন ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব আজারুল ইসলাম। উক্ত সময়ে স্টক রেজিস্টার বহির্ভূত ১৯৬৭.৯৫ মেট্রিক টন সার গুদামে পাওয়া যায়। ০৬-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখের প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত ১৯৬৭.৯৫ মেট্রিক টন সারের মধ্যে ১০৬২.৭৫ মেট্রিক টন সারের ঠিকাদার ভিত্তিক হিসাব নেই। অবশিষ্ট (১৯৬৭.৯৫-১০৬২.৭৫) = ৯০৫.২০ মেট্রিক টন সার ছেঁড়া বস্তায় ছিল যার ঠিকাদার ভিত্তিক হিসাব রয়েছে।

বিসিআইসি বাণিজ্যিক শাখার পত্র নং-৩৬.০১.০০০০.২২৬.১৮.০০৬.২১/৫২৪; তারিখ : ২৪-১১-২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে মজুদ বহির্ভূত ও ঠিকাদার ভিত্তিক ছেঁড়া-ফাটা হিসাবে জমা বহির্ভূত উক্ত ১০৬২.৭৫ মেট্রিক টন সারের ৫০০ মেট্রিক টন মেসার্স পোন্টন ট্রেডার্স এবং ৫৬২.৭৫ মেট্রিক টন সার মেসার্স সাউথ ডেল্টা শিপিং এন্ড ট্রেডিং এর নামে গ্রহণ বা MRR করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বিসিআইসি এর স্টোর কন্ট্রোল ম্যানুয়্যাল এর আর্টিকেল নং ২০.১ মোতাবেক উদ্ধৃত/হিসাব বহির্ভূত মালামাল বিকল্প ব্যবহার করতে হবে অথবা Disposal করতে হবে। আর্টিকেল নং ২০.৭ মোতাবেক উদ্ধৃত মালামাল বিক্রয় করা যাবে। উদ্ধৃত মালামাল ঠিকাদারকে বিনামূল্যে প্রদান করার কোনো প্রভিশন নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে উদ্ধৃত বা হিসাব বহির্ভূত ১০৬২.৭৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ২ জন ঠিকাদারকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ সালের আমদানি মূল্য প্রতি মেট্রিক টন ৪১,০০০ টাকা হিসাবে উক্ত দানকৃত সারের মূল্য  $১০৬২.৭৫ \times ৪১,০০০ = ৪,৩৫,৭২,৭৫০$  টাকা।

### অনিয়মের কারণ :

বিসিআইসি এর স্টোর কন্ট্রোল ম্যানুয়্যাল এর আর্টিকেল নং ২০.১ এবং ২০.৭ এর নির্দেশনা মোতাবেক উদ্ধৃত/হিসাব বহির্ভূত মালামাল বিকল্প ব্যবহার করতে হবে অথবা Disposal করতে হবে এবং উদ্ধৃত মালামাল বিক্রয় করা যাবে তবে উদ্ধৃত মালামাল ঠিকাদারকে বিনামূল্যে প্রদান করার কোনো প্রভিশন নেই। এক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম পরিপালন করা হয়নি।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রাথমিকভাবে জবাব প্রদান করা হয়নি।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাবে জানানো হয়েছে যে, বিসিআইসি কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ এবং সংস্থার নির্দেশনা মোতাবেক মজুদ বহির্ভূত সার ঠিকাদারের নামে হিসাবভুক্ত করে এমআরআর প্রদান করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য :**

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। উদ্ভূত ১০৬২.৭৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার ২ জন ঠিকাদারকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রদান করা হয়েছে যা বিসিআইসি এর স্টোর কন্ট্রোল ম্যানুয়্যাল এর আর্টিকেল নং ২০.১ ও ২০.৭ এর পরিপন্থী।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ :**

নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২ জন ঠিকাদারকে সার প্রদান করার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত সারের আমদানি মূল্য আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৭

শিরোনাম : প্রতিষ্ঠানের Table of Organization & Equipment (TO&E) অনুযায়ী প্রাধিকার ব্যতীত মন্ত্রণালয়ে জিপ গাড়ি প্রদান এবং জ্বালানি, মেরামত ও চালকের বেতন ভাতা প্রদান করায় আর্থিক অপচয় ৩০,১৯,৬২৯ (ত্রিশ লক্ষ উনিশ হাজার ছয়শত উনত্রিশ) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (এএফসিসিএল), আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের Table of Organization & Equipment (TO&E) অনুযায়ী প্রাধিকার ব্যতীত মন্ত্রণালয়ে জিপ গাড়ি প্রদান এবং জ্বালানি, মেরামত ও চালকের বেতন ভাতা প্রদান করায় ৩০,১৯,৬২৯ টাকা আর্থিক অপচয় হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এএফসিসিএল এর যানবাহন শাখার নথিপত্র, গাড়ির তালিকা, বেতন-ভাতা সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয়ে ০১টি জিপ প্রদান করে উহার জ্বালানি, মেরামত ও চালকের বেতন-ভাতা প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে পরিশোধ করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের TO&E অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ে গাড়ি (জিপ) সরবরাহের সুযোগ নেই। মন্ত্রণালয়ে সরবরাহকৃত গাড়ির জ্বালানি, মেরামত ও চালকের বেতন-ভাতা বাবদ ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৩০,১৯,৬২৯ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

এছাড়া আরোও ০৫টি গাড়ি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ০৫টি গাড়ির মধ্যে ০৪টি গাড়ি শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের, প্রকল্পটি ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং পবি/এনইসি-একনেক/সমন্বয়-২/পরিপত্র/মতামত/২২/২০০৭/৫; তারিখ : ১৩/০১/২০০৮ খ্রি. মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিবহন পুর্নে জমা দিতে হবে। শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পটি ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হলেও উক্ত ০৪টি গাড়ি সরকারি পরিবহন পুর্নে জমা না দিয়ে অনিয়মিতভাবে প্রাধিকার ব্যতীত শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবহার করা হচ্ছে এবং চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড হতে গৃহীত ০১টি গাড়ি ফেরত প্রদান করা হয়নি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০২)।

### অনিয়মের কারণ :

- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং পবি/এনইসি-একনেক/সমন্বয়-২/পরিপত্র/মতামত/২২/২০০৭/৫; তারিখ: ১৩-০১-২০০৮ খ্রি. মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিবহন পুর্নে জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত নিয়মটি অনুসরণ করা হয়নি।
- TO&E তে সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়ে যানবাহন প্রদান ও উহার জ্বালানি, মেরামত এবং চালকের বেতন ভাতা বিসিআইসি কর্তৃক সরবরাহের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও প্রদান করা হয়েছে। ফলে আর্থিক অপচয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

শিল্প মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৩৬.০০.০০০০.০৪৮.১৮.০১৫.১৮-৮৭; তারিখ : ২২-১০-২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে জ্বালানি খরচ ও চালকসহ জিপ গাড়ি প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করার প্রেক্ষিতে ঢাকা-মেট্রো-ঘ-১৩-২৭৮৯ চালকসহ প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৮/০২/২০২৩ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্পটে যে জবাব প্রদান করা হয়েছিল সেই একই জবাব পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে এবং একই সাথে আরও উল্লেখ করা হয়েছে

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান এবং আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এ্যান্ড কোম্পানী লি. (এএফসিসিএল) সংস্থার প্রধান কার্যালয় হচ্ছে বিসিআইসি। সংস্থার প্রধান কার্যালয় বিসিআইসি'র নির্দেশনা এএফসিসিএল এর জন্য অনুসরণীয়।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা ও প্রমাণকের আলোকে নিরীক্ষা অপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

#### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ বিসিআইসি এর TO&E তে মন্ত্রণালয়ে যানবাহন প্রদান ও উহার জ্বালানি, মেরামত ও চালকের বেতন ভাতা প্রদান করার কোনো সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও এ খাতের খরচ বিসিআইসি হতে বহন করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং পবি/এনইসি-একনেক/সমন্বয়-২/পরিপত্র/মতামত/২২/২০০৭/৫; তারিখ : ১৩/০১/ ২০০৮ খ্রি. মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্তির পরপরই প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে। এছাড়া যানবাহন নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর পত্র নং-সম/পরি/১আ-২/৮৮-৩৬৮; তারিখ : ১৬-০৬-১৯৮৮ খ্রি. অনুযায়ী “দপ্তর/সংস্থার গাড়ি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার পরিবর্তে মন্ত্রণালয়/বিভাগে বা মন্ত্রীর অফিসে ব্যবহৃত হলে তা প্রাধিকার বহির্ভূত বলে চিহ্নিত হবে।” সূতরাং প্রতিষ্ঠানের যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রণালয়ের ব্যবহারের সুযোগ নেই।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৮/০২/২০২৩ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

#### নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে বর্ণিত গাড়ি ফেরত প্রদানসহ ব্যবহারকারী কর্মকর্তার নিকট হতে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৮

শিরোনাম : বিভিন্ন গুদামে ৩৯৬৮.২০ মেট্রিক টন সার বাস্তব গণনায় কম হওয়ায় সংস্থার ক্ষতি ৩৮,০৯,৪৭,২০০ (আটত্রিশ কোটি নয় লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), ঢাকা কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন গুদামে ৩৯৬৮.২০ মেট্রিক টন সার বাস্তব গণনায় কম হওয়ায় সংস্থার ৩৮,০৯,৪৭,২০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে মহেন্দ্রনগর বাফার গুদাম, মহেন্দ্রনগর, লালমনিরহাট এর বিভিন্ন নথিপত্র ও প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আমদানিকৃত এবং কাফকো সারের ১০-১০-২০২১ খ্রি. তারিখের রেকর্ড/লগবুক রেজিস্টার অনুযায়ী সর্বমোট মজুদ ছিল ৫১৪৫.৯০ মেট্রিক টন সার। কিন্তু উক্ত তারিখে বাস্তব গণনায় মজুদ পাওয়া যায় ২৮০৩.১০ মেট্রিক টন সার। ফলে, সার কম পাওয়া যায় (৫১৪৫.৯০-২৮০৩.১০)=২৩৪২.৮০ মেট্রিক টন।

গাইবান্ধা বাফার গুদাম, গাইবান্ধাতে আমদানিকৃত এবং কাফকো সারের ২৩-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখের বাস্তব গণনা সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ২৯১.৭৫ মেট্রিক টন সার কম পাওয়া যায়। নাটোর বাফার গুদাম, নাটোর-এ আমদানিকৃত এবং কাফকো সারের ২৫-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখের বাস্তব গণনা সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৫৫.৬৫ মেট্রিক টন সার কম পাওয়া যায়। তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১৮-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখে দিনাজপুর বাফার গুদামের সারের বস্তা গণনা করা হয়। উক্ত দিনে গুদামের স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী ৫০ কেজির ওজনের সারের বস্তার সংখ্যা ছিলো ২,২৮,৮৮২টি। বাস্তব গণনায় পাওয়া যায় ২,০৫,৩২২টি। ফলে, সার কম পাওয়া যায় (২,২৮,৮৮২-২,০৫,৩২২)=২৩,৫৬০ বস্তা। প্রতি বস্তায় সারের পরিমাণ ৫০ কেজি হওয়ায় মোট ঘাটতি সারের পরিমাণ  $২৩,৫৬০ \times ৫০ = ১১,৭৮,০০০$  কেজি বা ১১৭৮ মেট্রিক টন। অতএব, সর্বমোট সার কম পাওয়া যায় (২৩৪২.৮০ + ২৯১.৭৫ + ১৫৫.৬৫ + ১১৭৮) = ৩৯৬৮.২০ মেট্রিক টন। বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি মেট্রিক টন সারের মূল্য ৯৬,০০০ টাকা, এই হিসাবে কম প্রাপ্ত ইউরিয়া সারের মূল্য  $৩৯৬৮.২০ \times ৯৬,০০০ = ৩৮,০৯,৪৭,২০০$  টাকা। যা সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।

বিসিআইসি এর স্টোরস কন্ট্রোল ম্যানুয়্যাল এর আর্টিকেল নম্বর ৩৩.২.১ মোতাবেক প্রত্যেক অর্থবছর শেষে বিশেষভাবে জুনের দ্বিতীয়ার্ধে স্টোরস একাউন্টস সেকশন/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী স্টোরে বাস্তবভাবে ইনভেন্টরি করবে এবং ৩৩.২.৭ অনুযায়ী বার্ষিক বাস্তবভাবে ইনভেন্টরি শেষে ভান্ডারের অতিরিক্ত অথবা ঘাটতি অথবা ক্ষতির জন্য আর্থিক কোড বা ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে সমন্বয় করবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরসমূহে প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি থাকলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে, এই বিপুল পরিমাণ সার আত্মসাৎ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ :

বিসিআইসি এর স্টোরস কন্ট্রোল ম্যানুয়্যাল এর আর্টিকেল নম্বর ৩৩.২.১ এবং ৩৩.২.৭ মোতাবেক প্রত্যেক অর্থবছর শেষে বিশেষভাবে জুনের দ্বিতীয়ার্ধে স্টোরস একাউন্টস সেকশন/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী স্টোরে বাস্তবভাবে ইনভেন্টরি করবে এবং ইনভেন্টরি শেষে ভান্ডারের অতিরিক্ত অথবা ঘাটতি অথবা ক্ষতির জন্য আর্থিক কোড বা ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত নিয়মের ব্যত্যয় হয়েছে।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উল্লিখিত বাফার গোডাউনসমূহে বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সার প্রেরণ, মজুদ এবং ডিলার পর্যায়ে সার সরবরাহের সমুদয় কার্যক্রম তত্ত্ববধান ও মনিটরিং করা হয়। সার ঘাটতির বিষয়ে বাস্তব গণনা প্রতিবেদন অনুযায়ী

দায়দায়িত্ব নির্ধারণের বিষয়ে বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার কোম্পানিকে কোনো প্রকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।

দিনাজপুর বাফার গুদামের স্বপক্ষে জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে দিনাজপুর জেলায় প্রবাহিত পুনর্ভবা নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির ফলে ১২/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে সন্ধ্যা ৭ টায় শহর রক্ষা বাঁধটি ভেঙ্গে যায় এবং গুদাম চত্বরে পানি প্রবেশ করে। গুদাম ইনচার্জসহ গুদামের সকল কর্মচারী ও শ্রমিকগণ মিলে বালির বস্তার বাঁধ দিয়ে সার রক্ষার চেষ্টা করেও সার রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। গুদাম চত্বরে মজুদকৃত ১৩টি স্ট্যাকেই পানি প্রবেশ করায় স্ট্যাকের নীচের সারের ক্ষতি হয়। সারের এই ক্ষতি নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) দিনাজপুর-কে আহবায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করা হয়। এই কমিটির মতে ১৯,৭০২ মেট্রিক টন সারের মধ্যে ১১৭৮ মেট্রিক টন সার ক্ষতি/ঘাটতি হয়। পরবর্তীকালে বিসিআইসি এর কমিটি কর্তৃক পুনঃযাচাই করা হয়। পুনঃযাচাই কমিটি কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ ধরনের প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি কোনো ব্যক্তি বিশেষের ওপর বর্তায় না। এই ক্ষতি বিধি মোতাবেক রাইট-অফ করা প্রক্রিয়াধীন আছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাবে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জানানো হয়েছে যে, পরবর্তীকালে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণ করা হবে।

#### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ বিসিআইসি এর স্টোরস কন্ট্রোল ম্যানুয়াল এর আর্টিকেল নম্বর ৩৩.২.১ এবং ৩৩.২.৭ মোতাবেক প্রত্যেক অর্থবছর শেষে বিশেষভাবে জুনের দ্বিতীয়ার্ধে স্টোরস একাউন্টস সেকশন/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী স্টোরে বাস্তবভাবে ইনভেন্টরি করবে এবং ইনভেন্টরি শেষে ভান্ডারের অতিরিক্ত অথবা ঘাটতি অথবা ক্ষতির জন্য আর্থিক কোড বা ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত নিয়মটি পরিপালন করা হয়নি বিধায় এই ঘাটতি/ক্ষতি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ঘাটতি/ক্ষতি হওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা হয়নি।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

#### নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৯

শিরোনাম : Rectifying Column ক্রয় ও মেরামত করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি দরে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করায় ক্ষতি ১০,৬৪,৯৫,০০০ (দশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), দিলকুশা, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (এএফসিসিএল), আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে Rectifying Column ক্রয় ও মেরামত করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি দরে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করায় ১০,৬৪,৯৫,০০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় এএফসিসিএল এর বৈদেশিক ক্রয় শাখার Rectifying Column মেরামত সংক্রান্ত নথি (চুক্তি নং- ৪১১৬) ও অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এএফসিসিএল এর ২৬-০৮-২০২০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্য সূচী : ০২ এর ক্রমিক নং-২২ এ প্রস্তাব করা হয়েছে যে কারখানার Rectifying Column (33-2221) With Heater Recirculation (33-2121) DPM পদ্ধতিতে ক্রয়/মেরামত করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় M/s. MIE Chemical Machinery Co. Ltd., Yokkaichi কে বাজেট প্রদান করার জন্য একাধিকবার ই-মেইল করা হলে ০১-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠান ই-মেইল করে জানিয়ে দেয় যে, বর্তমানে তারা এই মেশিনারির পার্টস উৎপাদন ও মেরামত করে না। এরপর এ বিষয়ে M/S. Stamicarbon, Netherlands কর্তৃক ২৮/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখে ই-মেইল করে উক্ত Rectifying Column (33-2221) With Heater Recirculation এর দর অফার করে এবং দর অফার করার বিষয়টি বিসিআইসি এর চেয়ারম্যান ও এএফসিসিএলকে ই-মেইল করে জানানো হয়।

কোনো কারণ ব্যতীত M/s. Stamicarbon এর দর বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এরপর M/s. Maxon Power Ltd. এর সাথে M/S. Stamicarbon এর অফারের দর অপেক্ষা একই Specification এর মালামাল ক্রয়ের জন্য বেশি দরে ২০/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে চুক্তি করা হয় (Ref: AFCCL/OS-4556/0499; চুক্তি নং- ৪১১৬)।

উক্ত মালামাল সরবরাহ করার জন্য M/s. MIE Chemical Machinery Co. Ltd., Yokkaichi, M/S. Stamicarbon, Netherlands এবং M/s. Maxon Power Ltd. সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও শুধু M/s. Maxon Power Ltd. এর থেকে বেশি দরে উক্ত মালামাল ক্রয় করার জন্য ওপেন টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ না করে ডাইরেক্ট প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি(ডিপিএম) অনুসরণ করা হয়েছে।

বিসিআইসি এর Purchase Policy-76 মোতাবেক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ন্যূনতম দরদাতা হতে ক্রয় করতে হবে। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে, সংস্থা তথা সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১০,৬৪,৯৫,০০০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০৩)।

### অনিয়মের কারণ:

- বিসিআইসি এর Purchase Policy-76 অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ন্যূনতম দরদাতা হতে ক্রয় করতে হবে। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কারখানা কমিশনিং হওয়ার পর দীর্ঘ ৪০ বছরে ইউরিয়া প্লান্টের Rectifying Column(33-2221) with Heater Recirculation (33-2121) ক্রয় করা হয়নি। নির্মাণকালে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ম্যানুফ্যাকচারিং ভ্রুইং সরবরাহ করা হয়নি। যে কারণে ডিপিএম করে ক্রয় করা হয়েছে। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অপারগতা প্রকাশ করার পর ইকুইপমেন্টের ডিজাইনার Maxon Power Ltd. হতে ক্রয় করা হয়। আলোচ্য মালামালের গঠন প্রকৃতি অনুসারে মালামালসমূহ মূল প্রস্তুতকারক/ইকুইপমেন্ট ডিজাইনার ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান/টেভারে ক্রয় করা সম্ভব নয়। তাই ডিপিএম-এ ক্রয়ের সকল নিয়ম অনুসরণ করে ইকুইপমেন্ট ডিজাইনার এর অথোরাইজড EPC Contractor এর

মাধ্যমে প্রাপ্ত দর কষাকষি করে চূড়ান্ত রক-বটম দরের দরপত্রটির ভিত্তিতে ত্রয়াদেশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, এতে নিয়মের কোনো ব্যত্যয় হয়নি।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৮/০২/২০২৩ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্পটে যে জবাব প্রদান করা হয়েছিল পুনরায় একই জবাব প্রদান করা হয়েছে এবং একই সাথে আরও উল্লেখ করা হয়েছে কারখানার ইউরিয়া প্লান্টের Low Pressure Equipment LPCC ক্রয়ের লক্ষ্যে M/s. Stamicarbon BV, The Netherlands-কে পত্র প্রেরণ করা হলে, M/s. Stamicarbon, Netherlands উল্লেখ করেন যে, Stamicarbon is a specialist in the equipment's for the High Pressure synthesis. Rectifying Column (33-2221) with Heater Re-circulation (33-2121) হচ্ছে Low Pressure Equipment অর্থাৎ M/s. Stamicarbon উক্ত আইটেমটি তৈরি করেন। তাই নিরীক্ষা আপত্তিতে Stamicarbon এর যে দরটি উল্লেখ করা হয়েছে তা উক্ত আইটেমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বিধায় উক্ত দরের সাথে তুলনা করে আর্থিক ক্ষতি নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

#### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (AFCCL) এর বাণিজ্যিক শাখা হতে দর আলোচ্য মালামাল ক্রয়ের নিমিত্ত দর অফার করার জন্য কারখানার Process Licensor M/S. Stamicarbon B.V. Netherlands কে ই-মেইল করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ২৮/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখে M/S. Stamicarbon B.V. Netherlands কর্তৃক দর অফার করা হয়। এরপর M/S. Stamicarbon B.V. Netherlands বাংলাদেশের KAFCO, SFCL, AFCCL সার কারখানার Process Licensor যা ২২/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে বিসিআইসি এর চেয়ারম্যানকে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ M/S. Stamicarbon B.V. Netherlands তার অফারকৃত দরে এই কাজ করতে সক্ষম। AFCCL কর্তৃক M/S. Stamicarbon B.V. Netherlands এর দর বিবেচনা না করে একই পার্ট নম্বরের একই যন্ত্রাংশ প্রায় দ্বিগুণ দামে M/s. Maxon Power Ltd হতে ক্রয় করার জন্য ২০/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে চুক্তি করা হয়। ফলে, কারখানা তথা সরকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ১০,৬৪,৯৫,০০০ টাকা। এই ক্রয়কাজে ইচ্ছা করে দীর্ঘসময় ব্যয় করা হয়েছে, যেমন, M/S. Stamicarbon B.V. Netherlands দর দাখিল করেছে মে, ২০২১ সময়ে এটা বিবেচনা না করে M/S. thyssenkrupp Industrial Solution AG এর নিকট অফার চাওয়া হয়েছে ৫ মাস পর নভেম্বর, ২০২১ খ্রি.।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৮/০২/২০২৩ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

#### নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গ হতে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ১০

শিরোনাম : কারখানা ২০ বছর পূর্বে বন্ধ করা হলেও কাজ ব্যতীত কারখানায় নিয়মিত শ্রমিক এবং ক্যাজুয়াল লেবারের মজুরি বিল প্রদান করায় সংস্থা তথা সরকারের ক্ষতি ৫,২১,১৮,৯০৬ (পাঁচ কোটি একুশ লক্ষ আঠারো হাজার নয়শত ছয়) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), দিলকুশা, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন Chittagong Chemical Complex (CCC) কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কারখানা ২০ বছর পূর্বে বন্ধ করা হলেও কাজ ব্যতীত কারখানায় নিয়মিত শ্রমিক এবং ক্যাজুয়াল লেবারের মজুরি বিল প্রদান করায় সংস্থা তথা সরকারের ক্ষতি ৫,২১,১৮,৯০৬ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে বিসিআইসি এর বন্ধ কারখানার তালিকা এবং বন্ধ কারখানার আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Chittagong Chemical Complex (CCC) এর কারখানা ১৫-১২-২০০২ খ্রি. তারিখে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পুনরায় কারখানাটি চালু করার জন্য চায়না কোম্পানি (M/S.Wuhan Anyang Science & Technology Co.) এর সাথে ২৪-০৪-২০১৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ১৪ মাসের মধ্যে কারখানাটি চালু করার শর্ত থাকলেও তা করা হয়নি। অর্থাৎ কারখানার উৎপাদন ২০০২ সাল হতে বন্ধ রয়েছে। সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত ও বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত জুন, ২০২১ মাসের আর্থিক বিবরণী এর নোট-৩২ এর তথ্য অনুযায়ী, কারখানা বন্ধ থাকা অবস্থায় ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কারখানায় শ্রমিক রেখে মজুরি প্রদান এবং ক্যাজুয়াল লেবার রেখে মজুরি বিল প্রদান করা হয়েছে ৫,২১,১৮,৯০৬ টাকা।

২০ বছর যাবৎ কারখানা বন্ধ রয়েছে কাজেই সিকিউরিটি গার্ড ব্যতীত কারখানায় কাজ নেই। তথাপিও ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিয়মিত শ্রমিকের বেতন ভাতা প্রদান করা হয়েছে  $(১,২৪,১৯,০৮৪ + ২,৭৬,০১,৫৪২) = ৪,০০,২০,৬২৬$  টাকা এবং ক্যাজুয়াল লেবারের মজুরি বিল প্রদান করা হয়েছে  $(৮১,৩৯,৭২৩ + ৩৯,৫৮,৫৫৭) = ১,২০,৯৮,৯৮০$  টাকা। ফলে, নিয়মিত শ্রমিক এবং ক্যাজুয়াল লেবারের মোট মজুরি বিল প্রদান করা হয়েছে  $(৪,০০,২০,৬২৬ + ১,২০,৯৮,৯৮০) = ৫,২১,১৮,৯০৬$  টাকা। এক্ষেত্রে, কাজ সম্পাদন ব্যতীতই মজুরি প্রদান করা হচ্ছে। জিএফআর-১০(১) অনুযায়ী, “একজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।” ফলে জিএফআর-১০(১) লঙ্ঘিত হয়েছে।

২৯-০৭-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট এর মাধ্যমে “বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮” প্রকাশ করা হয়। এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৪ অনুযায়ী কর্পোরেশন বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারবে। এই গেজেট প্রকাশের পর বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে, সরকারের প্রচলিত জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস (জিএফআর) বিসিআইসি এর জন্য প্রযোজ্য।

### অনিয়মের কারণ :

জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস (জিএফআর) বিধি-১০(১) অনুযায়ী একজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কারখানাটি ১৫-১২-২০০২ খ্রি. তারিখে পে-অফপূর্বক উৎপাদন ও বিপণন বন্ধ করা হয়। ২০১৩ সালে পুনরায় চালু করার চেষ্টা করেও চালু করা যায়নি। তবে কারখানার নিরাপত্তা শাখা, বিদ্যুৎ শাখা, পানি সরবরাহ শাখা, মেরামত শাখা, প্রশাসন শাখা ও হিসাব শাখাতে ১৩৪ জন জনবল কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে স্থায়ী ৩১ জন, ক্যাজুয়াল ৪৩

জন এবং আনসার ৬০ জন কাজ করছে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ সকল জনবল নিয়োজিত রয়েছে এবং কাজ করছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্পটে যে জবাব প্রদান করা হয়েছিল পুনরায় একই জবাব প্রদান করা হয়েছে।

#### **নিরীক্ষা মন্তব্য :**

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ কারখানাটি ১৫-১২-২০০২ খ্রি. তারিখে পে-অফপূর্বক উৎপাদন ও বিপণন বন্ধ করা হয়। ২০১৩ সালে পুনরায় চালু করার চেষ্টা করেও চালু করা যায়নি। এভাবে কোনো প্রকার আউটপুট ব্যতীত বছরের পর বছর সরকারি অর্থ খরচ করা অর্থ অপচয় করার সামিল। বন্ধ কারখানাতে ৪৩ জন ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োজিত রাখা সঠিক হয়নি।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

#### **নিরীক্ষার সুপারিশ :**

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ১১

শিরোনাম : বিধি লঙ্ঘন করে অগ্রিম বেতন হিসাবে প্রদানকৃত অর্থ অসমন্বিত ৮,৪৯,৯৭,২২৭ (আট কোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত সাতাশ) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিধি লঙ্ঘন করে অগ্রিম বেতন হিসাবে প্রদানকৃত অর্থ ৮,৪৯,৯৭,২২৭ টাকা অসমন্বিত রয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের ট্রায়াল ব্যালান্স, লেজার বহি ও চূড়ান্ত আর্থিক হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২০-২০২১ অর্থবছর শেষে অগ্রিম বেতন হিসাবে ৮,৪৯,৯৭,২২৭ টাকা অসমন্বিত রয়েছে। বিধি অনুযায়ী বদলী ব্যতীত অগ্রিম বেতন প্রদানের সুযোগ নেই।

বিসিআইসি এর The Book of Financial Regulations এর বিধি-৮৪ অনুযায়ী বদলীজনিত কারণে এক মাসের মূল বেতনের সমান অগ্রিম প্রদান করা যায়, যা তিন মাসিক কিস্তিতে আদায় করা আবশ্যিক। এছাড়া উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী বেতন খাতে অগ্রিম প্রদান বা উক্ত খাতে সমন্বয়ের সুযোগ নেই। কিন্তু বিধি লঙ্ঘন করে অগ্রিম বেতন প্রদান করা হয়েছে। ফলে, উক্ত অগ্রিম আদায় না হওয়ায় ৮,৪৯,৯৭,২২৭ টাকা অসমন্বিত রয়েছে।

### অনিয়মের কারণ :

বিসিআইসি এর The Book of Financial Regulations, বিধি-৮৪ অনুযায়ী বদলীজনিত কারণে এক মাসের মূল বেতনের সমান অগ্রিম প্রদান করা যায়, যা তিন মাসিক কিস্তিতে আদায় করা আবশ্যিক। এছাড়া উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী বেতন খাতে অগ্রিম প্রদান বা উক্ত খাতে সমন্বয়ের সুযোগ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে বিধি লঙ্ঘন করে অগ্রিম বেতন প্রদান করা হয়েছে।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সংস্থা এবং কারখানার আর্থিক নিয়মানুযায়ী সাধারণত শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদেরকে বেতন খাতে কোনো অগ্রিম প্রদান করা হয় না। নিরীক্ষা আপত্তির প্রেক্ষিতে আলোচ্য অর্থবছর পর্যন্ত (২০২০-২০২১) শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্য ধোলাই ভাতা (১৯৯১-২০০৫), অধিকাল ভাতা (১৯৯৯-২০০০), প্রকল্প ভাতা (১৯৮৭-১৯৮৮), গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল (১৯৯১-১৯৯২), গ্যাস চার্জ (২০০৬-২০১১), উৎসব বোনাস ও উৎসাহ বোনাস (২০০৯-২০১০) এবং ড্রাইভারদের ওভারটাইম (২০০০-২০০৩) বেতন অগ্রিম খাতে বুকিং করা হয়েছে। উৎসব বোনাস, উৎসাহ বোনাস এং বেতন আয়কর এর বিপরীতে প্রদত্ত অর্থ ইতোমধ্যে প্রত্যেকের মাসিক বেতন হতে কর্তন করা হচ্ছে। আর্থিক সংশ্লিষ্টতা বেশি হওয়ায় শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত বিল (গ্রাচুইটি/পেনশন) হতে বেতন অগ্রিম খাতের অন্যান্য বুকিংকৃত অর্থ কর্তন করা হচ্ছে। জবাবের প্রেক্ষিতে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ০৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্পটে যে জবাব প্রদান করা হয়েছিল পুনরায় একই জবাব প্রদান করা হয়েছে।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ জবাব হতে দেখা যায়, শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্য অর্থ আদায় না করে বিধি বহির্ভূতভাবে অগ্রিম বেতন হিসাবে সমন্বয় করা হয়েছে।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি.

তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ০৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ :**

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা অতি সত্বর আদায় করা আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ১২

শিরোনাম : আর্থিক বিবরণীতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দায় সৃষ্টি করায় প্রতিষ্ঠানের দায় বৃদ্ধি ১২,৮৯,৮৪,৪৮০ (বারো কোটি ঊনব্বই লক্ষ চুরাশি হাজার চারশত আশি) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আর্থিক বিবরণীতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দায় সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠানের ১২,৮৯,৮৪, ৪৮০ টাকা দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের ট্রায়াল ব্যালান্স, লেজার বহি ও চূড়ান্ত আর্থিক হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছর শেষে ইনসেনটিভ বোনাস খাতে (হিসাবের কোড নং ২৫১-০৮-০০০১) যথাক্রমে ৬,৫৫,১৫,৯৩০ টাকা ও ৪,৬৫,১৭,৭০৭ টাকা প্রতিষ্ঠানের দায় দেখানো হয়েছে। দুই অর্থবছরে মোট (৬,৫৫,১৫,৯৩০+৪,৬৫,১৭,৭০৭)=১২,৮৯,৮৪,৪৮০ টাকা দায় দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় ইনসেনটিভ বোনাস এর ক্ষেত্রে কোনো দায় সৃষ্টি হয়নি। এক্ষেত্রে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ইনসেনটিভ বোনাস প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সভা কর্তৃক অনুমোদনের পরই ইনসেনটিভ বোনাস এর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায় সৃষ্টি হবে।

কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ১৮১(গ) অনুযায়ী সকল পরিসম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব বহি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত আইনের ধারা ১৮৫(১) অনুযায়ী কোম্পানির ব্যালান্স শিটে উহার সংশ্লিষ্ট দায়-দেনার সঠিক, প্রকৃত ও নিরপেক্ষ বর্ণনা দিতে হবে এবং উক্ত ধারার তফসিল-১১ এর ৩য় খন্ড এর অনুচ্ছেদ “ক” অনুযায়ী দায়-দেনার প্রতিশন বলতে জ্ঞাত দায়-দেনাকে বুঝায়। কিন্তু, উক্ত সরকারি বিধি-বিধান পালন না করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীতে ইনসেনটিভ বোনাস খাতে বিধি বহির্ভূতভাবে দায় দেখানো হয়েছে। ফলে, বিধি-বহির্ভূতভাবে ১২,৮৯,৮৪,৪৮০ টাকা দায় দেখানোর কারণে প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত আর্থিক বিবরণী সঠিক নয়। উল্লেখ্য যে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ আইনের ধারা ১৮৫(৬) যথাযথভাবে হিসাব বহি সংরক্ষণে ব্যর্থতা ও স্বেচ্ছাকৃত কাজের ফলে কোনো ত্রুটি সংঘটিত হলে তা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ।

### অনিয়মের কারণ :

- কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ১৮১(গ) অনুযায়ী সকল পরিসম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব বহি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ১৮৫(১) এর তফসিল-১১ এর ৩য় খন্ড এর অনুচ্ছেদ “ক” অনুযায়ী দায়-দেনার প্রতিশন বলতে জ্ঞাত দায়-দেনাকে বুঝায়।
- কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ১৮৫(১) অনুযায়ী কোম্পানির ব্যালান্স শিটে উহার সংশ্লিষ্ট দায়-দেনার সঠিক, প্রকৃত ও নিরপেক্ষ বর্ণনা দিতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত নিয়মগুলো পরিপালন করা হয়নি।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

হিসাব বিভাগের Conservative and Accrual নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেট সংস্থান অনুযায়ী ইনসেনটিভ বোনাসের জন্য উক্ত খরচের বিপরীতে প্রতি মাসে প্রতিশন করে রাখা হয়। বছর শেষে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়া সাপেক্ষে ইনসেনটিভ বোনাসের নীতিমালা অনুযায়ী সিইউএফএল এ কর্মরত স্থায়ী সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে ইনসেনটিভ বোনাস প্রদান করা হয়ে থাকে। অন্যথায় ইনসেনটিভ বোনাসের বিপরীতে প্রতিশনকৃত অর্থবছর শেষে হিসাব খাত থেকে বাদ দেওয়া হয়। তবে বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ইনসেনটিভ

বোনাস খাতে অগ্রিম প্রদানকৃত অর্থ সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় পরবর্তী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রভিশন খাতে সমন্বয় করায় প্রভিশন খাতে অর্থ উদ্ধৃত আছে। যা পরবর্তীকালে সংশোধন/সমন্বয় করা হবে। উপরোক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ০৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্পটে যে জবাব প্রদান করা হয়েছিল পুনরায় একই জবাব প্রদান করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক জানানো হয় যে, প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব পরবর্তীকালে প্রেরণ করা হবে।

#### **নিরীক্ষা মন্তব্য :**

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সরকারি বিধি-বিধান পালন না করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীতে ইনসেনটিভ বোনাস খাতে বিধি বহির্ভূতভাবে দায় দেখানো হয়েছে। ফলে, বিধি-বহির্ভূতভাবে ১২,৮৯,৮৪,৪৮০ টাকা দায় দেখানোর কারণে প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত আর্থিক বিবরণী সঠিক নয়।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ০৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

#### **নিরীক্ষার সুপারিশ :**

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আর্থিক বিবরণী সংশোধন আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৩

শিরোনাম : বকেয়া ভাড়া আদায়ে ব্যর্থতায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ২,৫৮,৮৯,২৫৬ (দুই কোটি আটাল্ল লক্ষ উননব্বই হাজার দুইশত ছাশ্চাশ্চ) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিমিটেড কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বকেয়া ভাড়া আদায়ে ব্যর্থতায় প্রতিষ্ঠানের ২,৫৮,৮৯,২৫৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন, জমি এবং দোকানের ভাড়াটিয়াগণের নিকট হতে ভাড়া আদায় ও অনাদায় সংক্রান্ত ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত আবাসিক ভবন (বহিরাগত) এর বাসা ভাড়া, বাণিজ্যিক ভবন/জমির ভাড়া, নিজস্ব জমির ওপর নির্মিত দোকানের ভাড়া বাবদ মোট ২,৫৮,৮৯,২৫৬ টাকা অনাদায় রয়েছে। ভাড়া আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উক্ত টাকা অনাদায় রয়েছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবনের টাইপ ভিত্তিক বাসার সংখ্যা এবং নিজস্ব জমিতে নির্মিত দোকানের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য নিরীক্ষাকালীন সরবরাহ করতে সমর্থ হয়নি।

বিসিআইসি এর The Book of Financial Regulations এর বিধি ৫৮.১ অনুযায়ী ভাড়া মাসে মাসে আদায় করা আবশ্যিক। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও অনাদায় টাকা আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে, প্রতিষ্ঠানের ২,৫৮,৮৯,২৫৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০৪ (১-৩)]।

### অনিয়মের কারণ :

বিসিআইসি এর The Book of Financial Regulations এর বিধি ৫৮.১ অনুযায়ী ভাড়া মাসে মাসে আদায় করা আবশ্যিক। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কারখানার আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক হারে প্রদত্ত বাসা ভাড়া ও নিজস্ব জমিতে নির্মিত দোকান ভাড়া নিয়মিতভাবে আদায় করা হচ্ছে। বকেয়া ভাড়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ০৩/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্পটে যে জবাব প্রদান করা হয়েছিল পুনরায় একই জবাব প্রদান করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানানো হয় প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব পরবর্তীকালে প্রেরণ করা হবে।

### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। ভাড়া আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বিপুল পরিমাণ টাকা বকেয়া রয়েছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবনের টাইপ ভিত্তিক বাসার সংখ্যা এবং নিজস্ব জমিতে নির্মিত দোকানের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার বিষয়ে জবাব প্রদান করা হয়নি।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ০৩/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষা সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বকেয়া ভাড়া আদায়সহ তথ্য প্রদানে ব্যর্থতায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৪

শিরোনাম : প্রাধিকার বহির্ভূত গাড়ি ব্যবহার করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৪১,৯৯,৩৬২ (একচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত বাষটি) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাধিকার বহির্ভূত গাড়ি ব্যবহার করায় প্রতিষ্ঠানের ৪১,৯৯,৩৬২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের টিওএন্ডই, গাড়ির তালিকা ও গাড়ি ব্যবহারকারীর তালিকা, জ্বালানি খরচ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত ০৩টি গাড়ি বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং ০৩টি গাড়ি শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক ব্যবহার করা হয়। উক্ত গাড়িসমূহের জ্বালানি, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ০৮ জন ড্রাইভারের বেতন-ভাতাদি উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করা হয়। ব্যয় বিবরণী মোতাবেক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উক্ত গাড়িসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ১০,৫০,৭৫৩ টাকা, জ্বালানি খরচ বাবদ ১৪,০১,৮৭৪ টাকা এবং ০৮ জন ড্রাইভারের বেতন-ভাতাদি বাবদ ১৭,৪৬,৭৩৫ টাকা, সর্বমোট ৪১,৯৯,৩৬২ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রাধিকার বহির্ভূত গাড়ি ব্যবহার করায় ব্যয়িত অর্থ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার পত্র নং ৮৮-৩৬৮; তারিখ : ১৬-০৬-১৯৮৮ খ্রি. মোতাবেক দপ্তর/সংস্থার গাড়ি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার পরিবর্তে মন্ত্রণালয়/বিভাগে বা মন্ত্রী অফিসে ব্যবহৃত হলে তা প্রাধিকার বহির্ভূত বলে চিহ্নিত এবং সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ৮৬ পরিপন্থী। কিন্তু উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করে প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে, প্রতিষ্ঠানের ৪১,৯৯,৩৬২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০৫)।

### অনিয়মের কারণ :

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার পত্র নং ৮৮-৩৬৮ তারিখ : ১৬-০৬-১৯৮৮ খ্রি. মোতাবেক দপ্তর/সংস্থার গাড়ি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার পরিবর্তে মন্ত্রণালয়/বিভাগে বা মন্ত্রী অফিসে প্রাধিকার বহির্ভূত ব্যবহার হওয়ায় উক্ত অনিয়মটি সংঘটিত হয়েছে।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প সমাপ্তির পর বর্ণিত গাড়িসমূহ এসএফসিএল এর নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং বোর্ড সভায় শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত এসএফসিএল এর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৬টি গাড়ির জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এসএফসিএল কর্তৃক বহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিলেট অঞ্চলে সারের চাহিদা কম থাকায় কোম্পানির উৎপাদিত সারের প্রায় ৮৮% সার উত্তরবঙ্গের প্রায় সকল জেলাসহ ঢাকার আশেপাশের বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করতে হয়। প্রেরিত সার বাফারে মজুদসহ সংশ্লিষ্ট ডিলারদের মাঝে বিতরণের কার্যক্রম পরিচালনা ও মনিটরিং করার জন্যই মূলত শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ে বর্ণিত গাড়িগুলো ব্যবহৃত হয় এবং এর জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এসএফসিএল বহন করে। অতএব, বর্ণিত বিষয় সুবিবেচনা করে নিরীক্ষা আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ০৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্পটে যে জবাব প্রদান করা হয়েছিল পুনরায় একই জবাব প্রদান করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য :**

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আদেশ লঙ্ঘন করে প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে।

উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ০৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ :**

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৫

শিরোনাম : প্রাপ্যতা ব্যতীত ইনসেনটিভ বোনাস পরিশোধ এবং অনিয়মতভাবে অগ্রিম বেতন হিসাবে সমন্বয় ৪,২০,৯২,৩৩৫ (চার কোটি বিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশত পঁয়ত্রিশ) টাকা।

### বিবরণ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাপ্যতা ব্যতীত ইনসেনটিভ বোনাস পরিশোধ এবং অনিয়মতভাবে ৪,২০,৯২,৩৩৫ টাকা অগ্রিম বেতন হিসাবে সমন্বয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের ট্রায়াল ব্যালান্স, লেজার বহি ও চূড়ান্ত আর্থিক হিসাব বিবরণী, সার উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং ইনসেনটিভ বোনাস সম্পর্কিত বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় লেজার বহি হতে দেখা যায় যে, ইনসেনটিভ বোনাস দায় খাতে (হিসাবের কোড নং ২৫১-০৮-০০০১) প্রতি অর্থবছর শেষে কাল্পনিক দায় সৃষ্টি করে রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে অর্থবছর শেষে কোনো দায় না থাকলে রিভার্স এন্ট্রির মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু নিয়ম বহির্ভূত দায় সৃষ্টি করে উক্ত খাত হতে কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিকগণকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ইনসেনটিভ বোনাস হিসাবে ৪,২০,৯২,৩৩৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় ইনসেনটিভ বোনাস এর ক্ষেত্রে কোনো দায় সৃষ্টি হয়নি। তথাপি লেজার বহি ও আর্থিক বিবরণীতে কাল্পনিক দায় সৃষ্টি করে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণকে ইনসেনটিভ বোনাস প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রাপ্যতা বহির্ভূত উক্ত ইনসেনটিভ বোনাস আদায় না করে জেভি-নং ২৮৪; তারিখ : ৩০-০৬-২০২০ খ্রি. এর মাধ্যমে জনাব প্রকৌ. সুদীপ মজুমদার পি.ইঞ্জ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে উক্ত অর্থ বেতন বাবদ অগ্রিম প্রদান হিসাবে বিধি বহির্ভূতভাবে সমন্বয় করা হয়েছে।

বিসিআইসি এর The Book of Financial Regulations এর বিধি-৮৪ অনুযায়ী বদলীজনিত কারণে এক মাসের মূল বেতনের সমান অগ্রিম প্রদান করা যায়। এছাড়া বেতন খাতে অগ্রিম প্রদান বা উক্ত খাতে সমন্বয় করার সুযোগ নেই। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ১৮১(গ) অনুযায়ী যথাযথভাবে সকল দায়-দেনার হিসাব বহি রক্ষণ করতে হবে। কিন্তু উপর্যুক্ত বিধি-বিধান পরিপালন না করে প্রাপ্যতা ব্যতীত ইনসেনটিভ বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে এবং পরিশোধিত অর্থ আদায় না করে বেতন হিসাবে অনিয়মিতভাবে সমন্বয় করা হয়েছে। ফলে, পরিশোধিত অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় প্রতিষ্ঠানের ৪,২০,৯২,৩৩৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কোম্পানি আইন ১৯৯৪ আইনের ধারা ১৮৫(৬) অনুযায়ী যথাযথভাবে হিসাব বহি সংরক্ষণে ব্যর্থতা ও স্বেচ্ছাকৃত কাজের ফলে কোনো ত্রুটি সংঘটিত হলে তা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ।

### অনিয়মের কারণ :

- কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ১৮১(গ) অনুযায়ী যথাযথভাবে সকল দায়-দেনার হিসাব বহি রক্ষণ করতে হবে।
- বিসিআইসি এর The Book of Financial Regulations এর বিধি-৮৪ অনুযায়ী বদলীজনিত কারণে এক মাসের মূল বেতনের সমান অগ্রিম প্রদান করা যায় কিন্তু বেতন খাতে অগ্রিম প্রদান বা উক্ত খাতে সমন্বয় করার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও সমন্বয় করায় উক্ত অনিয়মটি সংঘটিত হয়েছে।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ইনসেনটিভ বোনাস প্রদানের নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিইউএফএল এ কর্মরত স্থায়ী সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে ইনসেনটিভ বোনাসের বিপরীতে প্রভিশন খাত হতে ৪,২০,৯২,৩৩৫ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে উক্ত অর্থবছরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও বোনাস স্কিমের নীতিমালায় উৎপাদন ক্ষমতার ৬৫% এর নিচে হওয়ায় সংস্থা কর্তৃক ইনসেনটিভ বোনাস প্রদানে অনুমতি না দেওয়ায় অগ্রিম প্রদানকৃত অর্থ সকল

শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নামে অগ্রিম হিসেবে হিসাবভুক্ত করে বেতন হতে কর্তন করা হচ্ছে। উপরোক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ০৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের সর্বশেষ জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্পটে যে জবাব প্রদান করা হয়েছিল পুনরায় একই জবাব প্রদান করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের জবাবে বলা হয় প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব পরবর্তীকালে প্রেরণ করা হবে।

#### নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ প্রাপ্যতা বহির্ভূত ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত ইনসেন্টিভ বোনাস প্রদান করা হয়েছে এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায় না করে বিধি বহির্ভূতভাবে অগ্রিম বেতন হিসাবে সমন্বয় করা হয়েছে। উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয় এবং একই সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ০৪/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের প্রাপ্ত জবাব নিষ্পত্তিমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

#### নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

২৭/০৬/২০২০ বঙ্গাব্দ  
তারিখ : ২২/১০/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

  
বিকাশ চন্দ্র মিত্র  
মহাপরিচালক  
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর  
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৫

পরিশিষ্ট : ০১

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড,

তারাকান্দি, জামালপুর

নিরীক্ষা বছর : ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছর

যমুনা সার কারখানার গুদামের স্টক রেজিস্টারে যে পরিমাণ সারের ব্যালেন্স আছে বাস্তব যাচাইয়ে তা অপেক্ষা ১৯,১৩৩.১৩ মেট্রিক টন সার কম থাকায় ক্ষতির বিবরণী

| ক্রমিক<br>নম্বর | সারের ধরণ       | স্টক রেজিস্টার<br>অনুযায়ী<br>২৯-০৯-২০২১ খ্রি.<br>তারিখে সারের<br>ব্যালেন্স (মেট্রিক<br>টন) | কমিটি কর্তৃক<br>বাস্তব যাচাইয়ে<br>২৯-০৯-২০২১<br>খ্রি. তারিখে<br>প্রাপ্ত ব্যালেন্স<br>(মেট্রিক টন) | বাস্তবে কম<br>প্রাপ্ত সার<br>(মেট্রিক টন) | মূল্য প্রতি মেট্রিক<br>টন (বর্তমান<br>আন্তর্জাতিক<br>বাজার মূল্য<br>অনুযায়ী) | বাস্তবে কম প্রাপ্ত<br>ইউরিয়া সারের<br>মূল্য (টাকা) |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (১)             | (২)             | (৩)                                                                                         | (৪)                                                                                                | (৫)                                       | (৬)                                                                           | (৭) = (৫×৬)                                         |
| ০১              | এসএফসিএল<br>সার | ১২১.১০                                                                                      | নাই                                                                                                | ১২১.১০                                    | ৯৬,০০০ টাকা                                                                   | ১৮৩,৬৭,৮০,৮৮০                                       |
| ০২              | কাফকো সার       | ১,১১৩                                                                                       | ৯০                                                                                                 | ১,০২৩                                     |                                                                               |                                                     |
| ০৩              | আমদানি সার      | ২,৭০৮                                                                                       | ১,২০০                                                                                              | ১,৫০৮                                     |                                                                               |                                                     |
| ০৪              | ব্যাগড সার      | ৩৭,৫৭৪.৭০                                                                                   | ২১,৩১০.৩৫                                                                                          | ১৬,২৬৪.৩৫                                 |                                                                               |                                                     |
| ০৫              | লুজ সার         | ৫১,৮৬৬.৬০                                                                                   | ৫১,৬৪৯.৯২                                                                                          | ২১৬.৬৮                                    |                                                                               |                                                     |
| মোট             |                 |                                                                                             |                                                                                                    | ১৯,১৩৩.১৩                                 | -                                                                             | ১৮৩,৬৭,৮০,৮৮০                                       |

কথায় : একশত তিরিশি কোটি সাতশত্টি লক্ষ আশি হাজার চারশত আশি টাকা মাত্র।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৭

পরিশিষ্ট : ০২

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড,

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

নিরীক্ষা বছর : ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছর

প্রতিষ্ঠানের Table of Organization & Equipment (TO&E) অনুযায়ী প্রাধিকার ব্যতীত মন্ত্রণালয়ে জিপ গাড়ি প্রদান ও উহার জ্বালানি, মেরামত ও চালকের বেতন ভাতা প্রদান করায় আর্থিক অপচয়ের বিবরণী

| ক্রমিক<br>নম্বর | গাড়ির নম্বর              | অর্থবছর   | জ্বালানি<br>খরচ | মেরামত<br>ব্যয় | চালকের বেতন-<br>ভাতা বাবদ<br>পরিশোধিত টাকা | চালকের<br>অধিকাল<br>ভাতা<br>বাবদ<br>পরিশোধ | মোট ব্যয়      |
|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| ১               | ২                         | ৩         | ৪               | ৫               | ৬                                          | ৭                                          | ৮<br>(৪+৫+৬+৭) |
| ১               | ঢাকা-মেট্রো-ঘ-<br>১৩-২৭৮৯ | ২০১৯-২০২০ | ৪,০৩,৬৬৮        | ২২,৫৫০          | ৩৭,৮৩৫X১২ মাস<br>= ৪,৫৪,০২০                | ৬,৩৭,৫৬৫                                   | ১৫,১৭,৮০৩      |
| ২               |                           | ২০২০-২০২১ | ৩,৬৪,৪৫৮        | ৩৮,৩৯০          | ৩৯,৬২০X১২ মাস<br>= ৪,৭৫,৪৪০                | ৬,২৩,৫৩৮                                   | ১৫,০১,৮২৬      |
| সর্বমোট =       |                           |           |                 |                 |                                            |                                            | ৩০,১৯,৬২৯      |

কথায় : ত্রিশ লক্ষ উনিশ হাজার ছয়শত উনত্রিশ টাকা মাত্র।

এছাড়াও বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের যানবাহন শাখার রেজিস্টার এবং শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প এর পত্র নং ৩৬.০৯১.০১৪.০৫.২৫-১.০১০১.২০১৯/১৯৭(ক); তারিখ : ২৮/০৯/২০১৯ খ্রি. অনুযায়ী চালকসহ নিম্নবর্ণিত ০৫টি গাড়ি প্রাধিকার ব্যতীত শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তার ব্যবহার করার জন্য প্রদান করা হয়েছে

| ক্রমিক<br>নম্বর | গাড়ির নম্বর ও ধরণ                     | গাড়ি চালক                                       | যে প্রতিষ্ঠানের গাড়ি                                       | ব্যবহারকারী                                          |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (১)             | (২)                                    | (৩)                                              | (৪)                                                         | (৫)                                                  |
| ০১              | ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-<br>৯৬৮৬; Prado Jeep  | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস,<br>বিসিআইসি                  | শাহজালাল ফার্টিলাইজার<br>প্রকল্প                            | শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত<br>স্থায়ী কমিটির সভাপতি |
| ০২              | ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-<br>৯৬৮৫; Prado Jeep  | মোঃ মাসুম বিল্লাহ<br>এসএফসিএল, দৈনিক ভিত্তিক     | শাহজালাল ফার্টিলাইজার<br>প্রকল্প                            | শিল্প প্রতিমন্ত্রী মহোদয়                            |
| ০৩              | সিলেট-গ-১১-১০৬২;<br>কার                | মোঃ ইউনুস ছাতক সিমেন্ট<br>প্রকল্প, দৈনিক ভিত্তিক | শাহজালাল ফার্টিলাইজার<br>প্রকল্প                            | শিল্প সচিব মহোদয়ের<br>পিএস                          |
| ০৪              | ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-<br>৬২৬৭; Pajero Jeep | মোঃ বিল্লাল হোসেন,<br>এসএফসিএল, দৈনিক ভিত্তিক    | চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার<br>কোম্পানি লিমিটেড, চট্টগ্রাম | শিল্প মন্ত্রী মহোদয়ের<br>পিএস                       |
| ০৫              | ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-<br>৭৫২৯; Hard Jeep   | গাড়ি চালকের নাম উল্লেখ<br>নেই                   | শাহজালাল ফার্টিলাইজার<br>প্রকল্প                            | শিল্প সচিব মহোদয়                                    |

\* উপর্যুক্ত ০৫টি গাড়ি ব্যবহারের ফলে ক্ষতির টাকা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৯

পরিশিষ্ট : ০৩

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড,  
আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

নিরীক্ষা বছর : ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছর

Rectifying Column ক্রয় ও মেরামত করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি দরে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করায় ক্ষতির বিবরণ :

| ক্র. নং   | বিবরণ                                | চুক্তিকৃত দর<br>(ইউরো) | Stamicarbon<br>এর দাখিলকৃত<br>দর<br>(ইউরো) | বেশি দরে<br>চুক্তি<br>(ইউরো) | বেশি দরে চুক্তি<br>(টাকায়) | মন্তব্য                            |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ১         | ২                                    | ৩                      | ৪                                          | ৮                            | ৯                           | ১০                                 |
| ১         | Rectifying<br>Column<br>(33-2221)    | ১১,৩০,০০০              | ৫,৯০,০০০                                   | ৫,৪০,০০০                     | ৫,১৩,০০,০০০                 | এক<br>ইউরো =<br>৯৫ টাকা<br>হিসেবে। |
| ২         | Heater<br>Recirculation<br>(33-2121) | ১২,১০,০০০              | ৬,২৯,০০০                                   | ৫,৮১,০০০                     | ৫,৫১,৯৫,০০০                 |                                    |
| সর্বমোট = |                                      |                        |                                            | ১১,২১,০০০                    | ১০,৬৪,৯৫,০০০                |                                    |

কথায় : দশ কোটি চৌষটি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৩

পরিশিষ্ট : ০৪ (১-৩)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেড,

চন্দ্রঘোনা, কাগুই, রাঙ্গামাটি

নিরীক্ষা বছর : ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছর

সারাংশ

বকেয়া ভাড়া আদায়ে ব্যর্থতায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

| ক্রমিক<br>নম্বর | বিবরণ                                                                     | অনাদায়ি ভাড়ার পরিমাণ | মন্তব্য          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| ১               | ২                                                                         | ৩                      | ৪                |
| ১               | আবাসিক ভবনে বসবাসরত বহিরাগতদের নিকট হতে অনাদায়ি ভাড়া                    | ৫৪,২১,০৪১              | পরিশিষ্ট : ৪ (১) |
| ২               | নিজস্ব বাণিজ্যিক ভবন/জমির ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনাদায়ি ভাড়া | ৩০,৬৫,১৬০              | পরিশিষ্ট : ৪ (২) |
| ৩               | নিজস্ব জমির ওপর নির্মিত দোকানের নিকট হতে অনাদায়ি ভাড়া                   | ১,৭৪,০৩,০৫৫            | পরিশিষ্ট : ৪ (৩) |
|                 | মোট                                                                       | ২,৫৮,৮৯,২৫৬            |                  |

কথায় : দুই কোটি আটান্ন লক্ষ ঊননব্বই হাজার দুইশত ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৩

পরিশিষ্ট : ৪ (১)

কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেড এর আবাসিক ভবনে বসবাসরত বহিরাগতদের নিকট হতে অনাদায়ি ভাড়ার বিবরণী :

| ক্রমিক<br>নম্বর | নাম ও ঠিকানা                                              | বরাদ্দের তারিখ ও<br>বাসা নম্বর      | ভাড়ার<br>হার | ৩০/০৬/২০২১<br>খ্রি. পর্যন্ত<br>আদায়যোগ্য<br>টাকা | ৩০/০৬/২০২২<br>১ খ্রি. পর্যন্ত<br>আদায়কৃত<br>টাকা | অনাদায়ি<br>টাকা |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ১               | ২                                                         | ৩                                   | ৪             | ৫                                                 | ৬                                                 | (৫-৬)=৭          |
| ১               | জনাব বেলাল হোসেন, সহ: শি:<br>তৈয়বিয়া মাদ্রাসা           | ০১/০৭/১৮,<br>এন/এ-২৯                | ৫৬৭৫          | ৭০,২০০                                            | ৬৬,০০০                                            | ৪,২০০            |
| ২               | জনাব শাহেদা পারভীন, সহ: শি:<br>বারঘোনিয়া প্রা: বিদ্যালয় | ০১/০৭/১৮, বন<br>ভবন ৪ এর ২য়<br>তলা | ৫৬৭৫          | ১,৫৮,২০০                                          | ৬৬,০০০                                            | ৯২,২০০           |
| ৩               | জনাব মো: আসলাম হোসেন সহ:<br>শি: তৈয়বিয়া দাখিল মাদ্রাসা  | ০১/০৭/১৮, এন/এ-<br>৭৪               | ৫৬৭৫          | ১,৩৯,২০০                                          | ---                                               | ১,৩৯,২০০         |
| ৪               | জনাব মো: ওমর ফারুক, সহ: শি:                               | ০১/০৭/১৮                            | ৫৬৭৫          | ১,৬৬,৭০০                                          | ---                                               | ১,৬৬,৭০০         |

|    |                                                                            |                                     |      |          |        |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------|--------|----------|
|    | ইসলামী শিমু একাডেমি                                                        | এন/এ-৬৯                             |      |          |        |          |
| ৫  | জনাবা শামীমা আক্তার, সহ: শি:<br>বাঃমুঃস:প্রা: বিদ্যালয়                    | ০১/০৭/১৮<br>এবি-৭১                  | ৫১৭৫ | ১,৫১,৮০০ | ---    | ১,৫১,৮০০ |
| ৬  | জনাবা মুনসুরা বেগম, সহ: শি:<br>আরসি প্রা: বিদ্যালয়                        | ০১/০৭/১৮<br>এবি-৮৯                  | ৫১৭৫ | ১,৩০,২০০ | ---    | ১,৩০,২০০ |
| ৭  | জনাব হাসানুজ্জামান, প্রাক্তন<br>অ:সহ:চা; দ:প্র: বিদ্যালয়                  | ০১/০৭/১৮, বন<br>ভবন ৪ এর ৩য়<br>তলা | ৫৬৭৫ | ৬৮,১০০   | ---    | ৬৮,১০০   |
| ৮  | জনাব ফাতেমা আক্তার, সহ: শি:,<br>ইকবালিয়া নুরানি মাদ্রাসা                  | ০১/০৭/১৮<br>এন/বি-৯৮                | ৫১৭৫ | ১,৫৮,৭০০ | ---    | ১,৫৮,৭০০ |
| ৯  | জনাব শাহিন আলম, পিসিআইডি<br>নং-০৯০০০৬০৯৮৯                                  | ০১/০৭/১৮<br>এন/এ-৬৪                 | ৫৬৭৫ | ১,২৭,১২৫ | ---    | ১,২৭,১২৫ |
| ১০ | জনাব মো: জামাল উদ্দিন সাদ্দাম,<br>অ:সহ:কেআরসি উচ্চ বিদ্যালয়               | ০১/০৭/১৮<br>এন/বি-৬                 | ৫১৭৫ | ৬৪,২০০   | ৬০,০০০ | ৪,২০০    |
| ১১ | জনাব কামাল হোসেন, সহ:<br>শি:নারা: গিরি স; প্রা: বিদ্যালয়                  | ০১/০৭/১৮<br>এন/বি-১৩                | ৫১৭৫ | ১,৪৩,৮০০ | ২০,০০০ | ১,২৩,৮০০ |
| ১২ | জনাবা নূরনাহার, সহ: শি: কে<br>আরসি উচ্চ বিদ্যালয়                          | ০১/০৭/১৮<br>এন/বি-৪৯                | ৫১৭৫ | ৬৪,২০০   | ৬০,০০০ | ৪,২০০    |
| ১৩ | কাজী ছালে আহম্মদ সহ: শি:<br>বারঘো:স:প্রা:বিদ্যালয়                         | ০১/০৭/১৮<br>এন/বি-৫১                | ৫১৭৫ | ১,৪১,২০০ | ---    | ১,৪১,২০০ |
| ১৪ | মো: আলমগীর ,কনস্টেবল,<br>গোয়েন্দা শাখা, রাঙ্গুনিয়া                       | ০১/০৭/১৮<br>এন/বি-৯২                | ৫১৭৫ | ৬৪,২০০   | ৬০,০০০ | ৪,২০০    |
| ১৫ | জনাব সাইফুদ্দিন মানিক, এম পিও,<br>জেনারেল ফার্মা                           | ০১/০৯/১৯<br>কে/এ-৪                  | ৫১৭৫ | ৬৪,২০০   | ৬০,০০০ | ৪,২০০    |
| ১৬ | জনাব জাকির হোসেন, সিএস, যুব<br>উন্নয়ন অধিদপ্তর, কাপ্তাই                   | ০১/০৭/১৮<br>এসপিবি-২৫               | ৪৩৭৫ | ৭১,৪০০   | ৫০,৪০০ | ২১,০০০   |
| ১৭ | জনাব হারুনর রশিদ (ব্যবসায়ী)<br>তাহসান ক্রোকারিজ, কলাবাগান                 | ০১/০৭/১৮<br>কেআরসি ব্যাংক<br>৩/৫    | ২৫০০ | ৯১,৮০০   | ---    | ৯১,৮০০   |
| ১৮ | মিসেস শারমিন আক্তার, স: শি: ১১<br>নং সন্দ্বীপ পাড়া হাজী রহমত আলী<br>স্কুল | ০১/০৭/১৮<br>এন/এ-৮১                 | ৫৬৭৫ | ৭০,২০০   | ৬৬,১৭৫ | ৪,০২৫    |
| ১৯ | জনাব ওমর ফারুক, সহ: শি:<br>কেআরসি উচ্চ বিদ্যালয়                           | ০১/০৭/১৮, বনভব<br>ন ৫ এর নিচতলা     | ৫৬৭৫ | ৭০,২০০   | ৬৬,০০০ | ৪,২০০    |
| ২০ | জনাব শাহানা ফেরদৌস, সহ: শি:<br>কেআরসি স: প্রা: বিদ্যালয়                   | ০১/০৭/১৮<br>বনভবন ৪ এর<br>নিচতলা    | ৫৬৭৫ | ১,৬০,৫০০ | ---    | ১,৬০,৫০০ |
| ২১ | মো: জাকির হোসেন, ব্যবস্থাপক,<br>ভাপসা বাঙ্গালহালিয়া                       | ০১/০৭/১৮<br>এন/বি-৬২                | ৫৬৭৫ | ১,৫৭,২০০ | ---    | ১,৫৭,২০০ |
| ২২ | জনাব নূরনাহার বেগম, সহ: শি:                                                | ০১/০৭/১৮, বনভব                      | ৫৬৭৫ | ১,৬৮,২০০ | ---    | ১,৬৮,২০০ |

|    |                                                                   |                                      |      |          |        |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|--------|----------|
|    | কেআরসি উচ্চ বিদ্যালয়                                             | ন ৫ এর ওয় তলা                       |      |          |        |          |
| ২৩ | জনাব তানভীর আহমেদ, সেবা ফার্মেসী, কলাবাগান                        | ০১/০৭/১৯ জাপানী বাংলা-২              | ৫৬৭৫ | ৭০,২০০   | ---    | ৭০,২০০   |
| ২৪ | এমরান হোসেন, ঠিকাদার, জীবন এন্টারপ্রাইজ                           | ০১/০৭/১৮, কেআর সি ব্যারাক ৩/৬        | ২৫৫৩ | ৯১,৩৯২   | ---    | ৯১,৩৯২   |
| ২৫ | জনাব জামাল হোসেন, অফিস সহকারি, উপজেলা নির্বাহী অফিস               | ০১/০৭/১৮ পিবি-৪/৮                    | ২৫৬৩ | ৮৮,৩১২   | ---    | ৮৮,৩১২   |
| ২৬ | জনাব দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহঃ, কাপ্তাই         | ০১/০৭/১৮ ১৫/৫+৬                      | ৪১২৫ | ৫১,০০০   | ৪৮,০০০ | ৩,০০০    |
| ২৭ | জনাব মাসুদ আলম, কলাবাগান কম্পিউটার ভিশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার      | ০১/০৭/১৮ পিবি-৩১/৩                   | ২৫৬৩ | ৩১,৫১২   | ৩০,০০০ | ১,৫১২    |
| ২৮ | ইসমাইল হোসেন লিটন, ব্যবসায়ী, কলাবাগান                            | ০১/০৭/১৮ পুরাতন অতিথিভবন             | ৪৩৭৫ | ৫৪,৬০০   | ৫০,৪০০ | ৪,২০০    |
| ২৯ | নুরুল করিম, ব্যবসায়ী (হিল টপ), দোকান নং ৫৯, ৬৪                   | ০১/০৭/১৮ এসটিআর ৩/১ + ২              | ৪০০০ | ১,৩৮,২০০ | ---    | ১,৩৮,২০০ |
| ৩০ | কামরুল ইসলাম (সহকারী শিক্ষক), কেআরসি উচ্চ বিদ্যালয়               | ০১/০৭/১৮ এসবি ৩/৫ + ৬                | ৪০০০ | ১,৩২,০০০ | ---    | ১,৩২,০০০ |
| ৩১ | মোঃ রহমত আলী, বরইছড়ি, অফিস সহকারী, কর্ণফুলি ডিগ্রি কলেজ          | ০১/০৭/১৮ ডি/১ বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলা | ৫৬৭৫ | ২,০২,২০০ | ---    | ২,০২,২০০ |
| ৩২ | জনাব আলমগীর হোসেন, জুনিয়র মেকানিক, বড়াইছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১/০৭/১৮ এসপিবি ৪২                   | ৪৩৭৫ | ১,৩৮,৬০০ | ---    | ১,৩৮,৬০০ |
| ৩৩ | মোঃ ওমর ফারুক, মেডিসিন সেন্টার, দোকান নং- ২৭৯/৬৭                  | ০১/০৭/১৮ পিবি ১৪/০৭                  | ২৫৬৩ | ৩১,৫১২   | ১৭,৫০০ | ১৪,০১২   |
| ৩৪ | আলী হোসেন, সিএনজি ড্রাইভার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার কলোনী  | ০১/০৭/১৮ ব্যাচেলার কক্ষ ১/৬৯         | ১৬৭৫ | ২০,৭০০   | ---    | ২০,৭০০   |
| ৩৫ | জনাব এবিএম ইয়ামুল, সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (প্রান), কাপ্তাই         | ০১/০৭/১৮ পিবি ১৩/৬                   | ২৫৬৩ | ৩৬,৫১২   | ---    | ৩৬,৫১২   |
| ৩৬ | মোঃ মুজিবুর রহমান, কলাবাগান, দোকান নং ১৩০                         | ০১/০৭/১৮ পিবি ১৭/২                   | ২৫৬৩ | ৫৪,০১২   | ২৫,০০০ | ২৯,০১২   |
| ৩৭ | এমএম মনির আহমদ, অফিস সহকারী (আইডি -ডি০০৬)                         | ০১/০৭/১৮ পিবি ৩১/৫                   | ২৫৬৩ | ৩৯,০১২   | ২৭,৫০০ | ১১,৫১২   |

|    |                                                                          |                                     |      |          |        |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------|--------|----------|
| ৩৮ | বাবু দেবপ্রিয় বড়ুয়া, সুপারভাইজার, পরিবহন শাখা, কেপিএম                 | ০১/০৭/১৮<br>এন/এ- ৬৮                | ৪১৭৫ | ৫২,২০০   | ১২,৫৫০ | ৩৯,৬৫০   |
| ৩৯ | মোঃ জহিরুল ইসলাম ব্যবসায়ী, দোকান নং ৩০৬, বি-ব্লক বিল্ডিং                | ০১/০৭/১৮<br>বি ব্লক-৫,<br>কলাবাগান  | ৪১২৫ | ৯৯,০০০   | ---    | ৯৯,০০০   |
| ৪০ | ফজলুল কাদের তালুকদার, ব্যবসায়ী, একুশে ক্যাবল টিভি নেট                   | ০১/০৭/১৮<br>বি-ব্লক ১২              | ৩৬২৫ | ১,২৯,০০০ | ---    | ১,২৯,০০০ |
| ৪১ | রুপনা মল্লিক, কর্মচারী, কেআরসি উচ্চ বিদ্যালয়                            | ০১/০৭/১৮<br>জেবি-২                  | ৩১৭৫ | ১,১৫,২০০ | ---    | ১,১৫,২০০ |
| ৪২ | ফারজানা আক্তার, সহঃ শিক্ষিকা, হাফছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়          | ০১/০৭/১৮<br>এন/এ ১৪                 | ৫৬৭৫ | ৮৬,৭০০   | ৫৬,৫৭৫ | ৩০,১২৫   |
| ৪৩ | মোঃ মোস্তফা, ব্যবসায়ী, দোকান নং- ২৬০, ১ নং গেইট কেপিএম লিঃ              | ০১/০৭/১৮<br>গার্ড ব্যারাক<br>১/৬    | ২৫০০ | ৩০,০০০   | ১৫,০০০ | ১৫,০০০   |
| ৪৪ | আক্তার হোসেন                                                             | ০১/০৭/১৮<br>এন/এ ৬৫                 | ৫৬৭৫ | ৬৮,১০০   | ২২,৭০০ | ৪৫,৪০০   |
| ৪৫ | মোঃ হোসেন, কর্পোরেশন ৩, সিগন্যাল কোং, চট্টগ্রাম                          | ০১/০৭/১৮<br>পিবি ১৪/১০              | ২৫৬৩ | ৩১,৫১২   | ১৫,০০০ | ১৬,৫১২   |
| ৪৬ | আব্দুল হালিম, ব্যবসায়ী, দোকান নং ২৩৬, কলাবাগান                          | ০১/০৭/১৮<br>পিবি ৩১/৯               | ২৫৬৩ | ৩১,৫১২   | ২৭,৫০০ | ৪,০১২    |
| ৪৭ | মোঃ আলাউদ্দিন বাবুর্চি, ডিসিএল পুলিশ ক্যাম্প, কেপিএম                     | ০১/০৭/১৮<br>পিবি ১৮/১ + ২           | ৩১২৫ | ৩৯,০০০   | ৩,০০০  | ৩৬,০০০   |
| ৪৮ | আব্দুল কাদের, ব্যবসায়ী, দোকান নং-২০০, বাড়ঘনিয়া                        | ০১/০৭/১৮<br>এন/এ ৯০                 | ৫৬৭৫ | ১,১৪,৭২৫ | ৫০,৩৭৫ | ৬৪,৩৫০   |
| ৪৯ | নুরজাহান বেগম, সেবিকা, জেনারেল হাসপাতাল                                  | ০১/০৭/১৮<br>পিবি ১৬/৩               | ২৫৬৩ | ৩১,৫১২   | ৩০,০০০ | ১,৫১২    |
| ৫০ | রোকেয়া বেগম, সহকারী শিক্ষিকা, বাড়ঘনিয়া মুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  | ০১/০৭/১৮<br>এসপিবি ৬                | ৪২০০ | ৭৫,৬০০   | ---    | ৭৫,৬০০   |
| ৫১ | নূর নবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কলাবাগান                                     | পিবি ১৫/৯                           | ২৫৬৩ | ৩১,৫১২   | ২৫,০০০ | ৬,৫১২    |
| ৫২ | মইন উদ্দিন, ব্যবসায়ী, থানা ঘাট                                          | ০১/০৭/১৮<br>হিলছা ব্যারাক ২/৩       | ২৫০০ | ৯০,০০০   | ---    | ৯০,০০০   |
| ৫৩ | মোঃ কামরুল হোসেন, ঠিকাদার, বারঘনিয়া মেঃ কামাল এন্টারপ্রাইজ              | ০১/০৭/১৮<br>বন ভবন ৩ এর<br>৪র্থ তলা | ৯০০০ | ১,০৮,০০০ | ২৭,০০০ | ৮১,০০০   |
| ৫৪ | তাহমিনা আক্তার, সহকারী শিক্ষিকা, কালা মাইস্যা মুখ সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১/১১/১৮<br>বন ভবন ৫ এর<br>৪র্থ তলা | ৫৬৭৫ | ১,৪১,৭০০ | ৩৮,৫০০ | ১,০৩,২০০ |

|       |                                                                  |                                            |      |          |        |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| ৫৫    | রফিকুল আলম, সহকারী শিক্ষক,<br>কে আরসি উচ্চ বিদ্যালয়             | ০১/১১/১৮<br>এনএ ১০৩                        | ৫৬৭৫ | ৭০,২০০   | ৫৫,০০০ | ১৫,২০০    |
| ৫৬    | বিলকিছ সুলতানা, সহকারী শিক্ষক,<br>উলুছড়ি সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১/১১/১৭<br>জাপানি বাংলো                   | ৫৬৭৫ | ২,০৭,২০০ | ---    | ২,০৭,২০০  |
| ৫৭    | নার্গিছ সুলতানা, সহকারী শিক্ষিকা,<br>ব্রাক স্কুল, তালুকদারপাড়া  | ০১/১১/১৮<br>এসপিবি ২ পশ্চিম                | ৪২০০ | ৫০,৪০০   | ৪৬,২০০ | ৪,২০০     |
| ৫৮    | মফিজুল হক, সাবেক চেয়ারম্যান,<br>১ নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন         | ০১/০৭/১৮<br>বন ভবন ২ এর<br>নিচতলা          | ৯০০০ | ৩,১১,০০০ | ---    | ৩,১১,০০০  |
| ৫৯    | আব্দুল জলিল, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী,<br>কলাবাগান                      | ০১/০৭/১৮<br>পিবি ১৪/০৯                     | ২৫৬৩ | ৩১,৫১২   | ১৭,৫০০ | ১৪,০১২    |
| ৬০    | মিসেস নুরুল্লাহার বেগম, ভাইস<br>চেয়ারম্যান, কাপ্তাই উপজেলা      | ০১/০৭/১৭<br>বন ভবন ২ এর<br>নিচতলা          | ৯০০০ | ৩,৭৯,০০০ | ---    | ৩,৭৯,০০০  |
| ৬১    | মহিউদ্দিন সবুজ, সহকারী উপ-<br>পুলিশ পরিদর্শক                     | ০১/০৭/১৮<br>এনবি ৯৪                        | ৫০০০ | ৬২,১০০   | ৬০,০০০ | ২,১০০     |
| ৬২    | আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী বেবি,<br>চেয়ারম্যান                      | ০১/০৭/১৮<br>বন ভবন ৩ এর<br>নিচতলা          | ৯০০০ | ১,৯৯,০০০ | ---    | ১,৯৯,০০০  |
| ৬৩    | সাইফুদ্দিন, দোকান নং ২৮৩,<br>রহিম মেডিক্যাল হল, বাড়ঘনিয়া       | ০১/১১/১৮<br>কেআরসি ১ নং<br>ব্যারাক         | ২৫০০ | ৫৫,০০০   | ৭,৫০০  | ৪৭,৫০০    |
| ৬৪    | দিলদার হোসেন, চেয়ারম্যান,<br>কাপ্তাই উপজেলা                     | ০১/০৭/১৮<br>এসপিবি ১ ওয়াল্লা              | ৫৭০০ | ২,৪৭,০৮৪ | ---    | ২,৪৭,০৮৪  |
| ৬৫    | বৃষ্টি মল্লিক, সহকারী শিক্ষক                                     | ০১/০৭/১৮<br>বন ভবন ৪ এর<br>পূর্ববাস        | ৫৬৭৫ | ৭০,২০০   | ৬৬,০০০ | ৪,২০০     |
| ৬৬    | মনছুর মিয়া, পোস্ট মাস্টার,                                      | টিটিআই                                     | ২৮৯  | ৩,৪৬৮    | ১,৭৩৪  | ১,৭৩৪     |
| ৬৭    | তাহেরা পারভিন                                                    | ০১/০৫/১৯, শিশু<br>বিদ্যালয়                | ১২৬৩ | ১৫,৯১২   | ১৪,৪০০ | ১,৫১২     |
| ৬৮    | মোঃ আহসান উল্লাহ                                                 | ০১/০৮/১৯<br>গোমতী ভবন, ৫<br>তলা, উত্তর পাশ | ৫৬৭৫ | ৬৮,১০০   | ২২,৭০০ | ৪৫,৪০০    |
| ৬৯    | মোঃ ইব্রাহীম                                                     | ০১/০৮/১৯<br>পিএসকিউ ২/৪                    | ২৫৬৩ | ৩১,৫১২   | ৫,০০০  | ২৬,৫১২    |
| ৭০    | দিদারুল ইসলাম বাবুল, ব্যবসায়ী                                   | ০১/০২/১৯<br>পিএসকিউ ২/২                    | ২৫০০ | ৫৫,০০০   | ---    | ৫৫,০০০    |
| মোট = |                                                                  |                                            |      |          |        | ৫৪,২১,০৪১ |

কথায় : চুয়ান্ন লক্ষ একুশ হাজার একচল্লিশ টাকা মাত্র।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৩

পরিশিষ্ট : ৪ (২)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেড,

চন্দ্রঘোনা, কাগুাই, রাঙ্গামাটি

নিরীক্ষা বছর : ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছর

কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেড এর নিজস্ব বাণিজ্যিক ভবন/জমির ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনাদায়ি ভাড়ার বিবরণী

| ক্রমিক<br>নম্বর | ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের নাম                            | ভাড়া বকেয়ার সময়কাল     | ভাড়ার হার         | বকেয়া টাকার<br>পরিমাণ |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| ১               | ২                                                      | ৩                         | ৪                  | ৫                      |
| ১               | ট্রেড স্টোন, বার্জ কেপিএম-২                            | মার্চ, ২০২০ হতে মে, ২০২০  | ৩৪,০০০             | ১,০২,০০০               |
| ২               | মেসার্স মডেল এন্টারপ্রাইজ, ৩৩<br>সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম | মার্চ, ২০২০ হতে মে, ২০২০  | ১,২৫,৬৪০           | ৩,৭৬,৯২০               |
| ৩               | এশিয়া ইলেক্ট্রনিক্স, নালাপাড়া<br>৩নং ও ৬ নং গুদাম    | জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ | ৭,৮৭,৬৮০ (বাৎসরিক) | ১৫,৭৫,৩৬০              |
| ৪               | পাক কর্পোরেশন, নালাপাড়া<br>গুদাম নং-৪                 | জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ | ৫,০৫,৪৪০ (বাৎসরিক) | ১০,১০,৮৮০              |
| মোট =           |                                                        |                           |                    | ৩০,৬৫,১৬০              |

কথায় : ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার একশত ষাট টাকা মাত্র।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৩

পরিশিষ্ট : ৪ (৩)

কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেড এর নিজস্ব জমির ওপর নির্মিত দোকানের নিকট হতে অনাদায়ি ভাড়ার বিবরণী

| ক্রমিক<br>নম্বর | দোকানের সংখ্যা | অর্থবছর   | অনাদায়ি টাকার পরিমাণ |
|-----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| ১               | ২              | ৩         | ৪                     |
| ১               | ২৮৮টি          | ২০১৯-২০২০ | ৮২,১৫,৮৪৩             |
| ২               | ২৮৮টি          | ২০২০-২০২১ | ৯১,৮৭,২১২             |
| মোট             |                |           | ১,৭৪,০৩,০৫৫           |

কথায় : এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ তিন হাজার পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ১৪

পরিশিষ্ট : ০৫

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

নিরীক্ষা বছর : ২০২০-২০২১ অর্থবছর

প্রাধিকার বহির্ভূত ০৬টি গাড়ি ব্যবহার করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

| ক্রমিক<br>নম্বর | খাত                     | টাকার পরিমাণ | অর্থ বছর  | মন্তব্য                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১               | ২                       | ৩            | ৪         | ৫                                                                                                                 |
| ১               | ড্রাইভারদের বেতন ভাতাদি | ১৭,৪৬,৭৩৫    | ২০২০-২০২১ | ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯৬৮৫,<br>১৩-৭৫২৯, ১৩-৯৬৮৬,<br>ঢাকা মেট্রো-গ-৩৭-৯৯৫৪,<br>সিলেট-গ-১১-১০৬২ ও<br>১১-১০৬৪= ০৬টি গাড়ি |
| ২               | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ   | ১০,৫০,৭৫৩    |           |                                                                                                                   |
| ৩               | জ্বালানি খরচ            | ১৪,০১,৮৭৪    |           |                                                                                                                   |
| সর্বমোট         |                         | ৪১,৯৯,৩৬২    |           |                                                                                                                   |

কথায় : একচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত বাষটি টাকা মাত্র।

২৭/০৬/১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
তারিখ : ১২/১০/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

  
বিকাশ চন্দ্র মিত্র  
মহাপরিচালক  
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর  
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।